সোনালি যুগের গল্পগুলো

⊙ ১ম খণ্ড ⊙

মূল
ইমাম ইবনুল জাওযি রাহিমাহুল্লাহ
[মৃত্যু : ৫৯৭ হিজরি]

মাকতাবাতু ইবরাহীম

গ্রন্থকারের অবতরণিকা

সালাফে সালেহিনের অনুপম ও অনুসৃত ব্যক্তিত্ব, জগদ্বিখ্যাত ও বিদগ্ধ আলেম, শায়েখ আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান বিন আলি বিন মুহাম্মদ; যিনি ইবনুল জাওযি নামেই সুবিদিত (মহান আল্লাহ তাঁকে সুশীতল রহমতের চাদরে ঢেকে নিন) বলেন—সমস্ত প্রশংসা সুমহান আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে দ্বীনি ইলম হাসিলের তাওফিক দিয়েছেন এবং সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। যিনি আমাদের অন্তরের সুপ্ত বহু তামান্না ও অগণিত আশা বাস্তবে রূপ দেন।

দরূদ ও সালাম পেশ করছি সৃষ্টিকূলের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি, এবং দ্বীনের একান্ত ও একনিষ্ঠ ধারক বাহক সাহাবায়ে কেরামের প্রতি।

বস্তুত, ওয়াজ-নসিহত হলো আত্মশুদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশিকা এবং মুমিনের রুহের খোরাক। এর মাধ্যমেই পরিশুদ্ধ হয় মানব-আত্মা। এজন্যে তাজকিয়া বা আত্মশুদ্ধির মজলিসগুলোতে বুযুর্গদের উপদেশ-সম্বলিত বাণী ও ঘটনা বেশি বেশি আলোচনা হওয়া চাই। প্রখ্যাত তাবেয়ি মালেক ইবনে দিনার রাহিমাহুল্লাহ বলেন—'ওয়াজ-নসিহতের মজলিসগুলো যেন জান্নাতেরই অংশবিশেষ।' জগদ্বিখ্যাত মনীষী জুনাইদ বাগদাদি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—'আত্মশুদ্ধিমূলক উপদেশ ও বাণী হলো গুনাহ ও নফসের কুমন্ত্রণার বিরুদ্ধে ঢালস্বরূপ।' কেউ একজন তাকে জিজ্ঞেস করে, এ কথার কোন প্রমাণ আছে কি? উত্তরে তিনি পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটি পড়ে শোনান,

﴿وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِۦ فُؤَادَكَ﴾

'আমি আপনার কাছে বিগত নবিদের ঘটনাবলি বর্ণনা করে আপনার হৃদয়কে দ্বীনের ওপর অবিচল রাখি।'[১]

অপর এক মনীষী বলেন, তোমরা সালাফের বাণী বেশি বেশি আলোচনা করো, কেননা তা তোমাদের জন্য অমূল্য ও দুর্লভ রত্নস্বরূপ।

আলহামদুলিল্লাহ, মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহে ইতঃপূর্বে আমি নেককার ও বুযুর্গদের উপদেশমূলক বাণী ও ঘটনা সম্বলিত *'সিফাতুস সফওয়া'* নামক একটি অনন্য গ্রন্থ সংকলন করেছি। এতে প্রত্যেক মনীষীর উপদেশ-বাণীতে একেকটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করেছিলাম। যেমন: উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু, উমর বিন আব্দুল আজিজ, হাসান বসরি, সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব, সুফিয়ান সাওরি, ইবরাহিম বিন আদহাম, ফুজাইল বিন আয়াজ, আহমদ বিন হাম্বল, মারুফ কারখি, বিশর হাফি প্রমুখ; উল্লিখিত গ্রন্থে প্রত্যেকের বাণীসম্বলিত একেকটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করেছি। তবে ওই গ্রন্থটিতে ঘটনাবলি ও উপদেশবাণী খুবই বিশদ ও বিস্তারিত ছিল। তাই বক্ষমাণ গ্রন্থে আমি সংক্ষেপে পাঁচ শতাধিক দিল-কাড়া ঘটনা বর্ণনা করেছি। পাঠকের পাঠ ও শ্রোতার শ্রবণ-সাবলিলতার সুবিধার্থে ঘটনাগুলোর বর্ণনাসূত্র আমি বিলোপ করে দিয়েছি। দয়াময় আল্লাহই উত্তম তওফিক দাতা। আমার সবকিছু তাঁরই দয়া ও করুণা।

[১] সূরা হুদ : ১২০

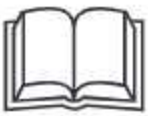

গ্রন্থকারের পরিচিতি

ইমাম ইবনুল জাওযি রাহিমাহুল্লাহ

[৫০৮ হিজরি-৫৯৭ হিজরি]

বংশ পরিক্রমা : আবদুর রহমান ইবনে আলি ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলি ইবনে ওবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হাম্মাদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জাফর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কাসেম ইবনে নাজার ইবনে কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। আল্লামা ইবনুল জাওযি রাহিমাহুল্লাহ আরবিভাষী ছিলেন এবং তিনি কুরাইশ বংশের তামিমি গোত্রের উত্তরসূরি। তাঁর নাম—আবদুর রহমান, উপাধি—জামালুদ্দিন, উপনাম—আবুল ফারাজ। তবে ইবনুল জাওযি নামেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ।

তিনি তিন পুত্র ও চার কন্যা সন্তান রেখে যান। পুত্ররা যথাক্রমে—১. আবদুল আজিজ, ২. আবুল কাসেম আলি ও ৩. মুহিউদ্দিন ইউসুফ। মেয়েদের নামের সূত্র পাওয়া যায়নি।

'ইবনুল জাওযি' নামের নেপথ্যে : তাঁর পূর্বপুরুষ জাফর ইরাকের বসরা নগরীর যে এলাকায় বসবাস করতেন, সে এলাকাটি জাওযি নামে পরিচিত ছিল। সেখানকার অধিবাসীদের জাওযি নামে আখ্যায়িত করা হতো। স্মর্তব্য, এলাকাটি ছিল নদীর পাড়ে।

ইতিহাসবেত্তা ও বিদগ্ধ আলেমগণের মতে, আল্লামা ইবনুল জাওযি রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন সে যুগের বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ও মুহাদ্দিস।

ইমাম কাত্তানি তাঁর গ্রন্থের নির্বাচিত অধ্যায়ে লেখেন, ইবনুল জাওযি কুরাইশি তামিমি বকরি সিদ্দিকি বাগদাদি হাম্বলি একজন প্রসিদ্ধ বক্তা। তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় আড়াই শত। *'আররিসালাতুল মুসতাত্রিফা'* গ্রন্থেও তিনি এমন অভিমত প্রকাশ করেছেন।

জ্ঞানার্জন: ইবনুল জাওযির তিন বছর বয়সে তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি কেবল বিশ দিনার ও দু'টি ঘর মিরাস হিসেবে প্রাপ্ত হন। এছাড়া মিরাস হিসেবে তিনি আর কিছুই পাননি। পিতার মৃত্যুর পর তিনি স্বীয় মাতা ও ফুফুর কাছে লালিত-পালিত হতে থাকেন। কিছুটা বয়স হলে তাকে হাফেজ মুহাম্মদ ইবনে নাসিরের মজলিসে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর হাতেই তিনি কুরআনুল কারিম হিফজ করেন। ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত হাদিসসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ইলম তাঁর কাছেই অর্জন করেন।

শিক্ষক ও শায়খবৃন্দ : অল্প বয়সেই তিনি সে সময়কার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও বুযুর্গ আলেম আবুল হাসান ইবনে জাগুনির সাহচর্যে ধন্য হন। এরপর আবু বকর দিনুরি ও কাজী আবু ইয়ালার কাছে ফিকাহ, মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলায় ব্যুৎপত্তি, তর্কশাস্ত্র ও উসুলে হাদিসের জ্ঞান লাভ করেন। তাঁদের কাছে ইবনুল হোসাইন ও বারি' এবং তাঁদের তবকাত অধ্যয়ন করেন। মাদরাসা নিজামিয়া বাগদাদের প্রসিদ্ধ উস্তাদ আলি ইবনে মুজরাকির কাছেও জ্ঞানার্জন করেন। তিনি ৮৭ জন শায়খ ও শিক্ষকের কাছে জ্ঞান লাভ করেছেন বলে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে :

১. আবুল ফযল মুহাম্মদ ইবনে নাসির—তাঁর মামা এবং প্রথম শিক্ষক।

২. আবু মানসুর আল জুয়ালিকি—তাঁর কাছে ব্যাকরণ ও ভাষাসাহিত্য শেখেন।

৩. ইবনুত তিবির আল হারিরি—তাঁর কাছে হাদিস অধ্যয়ন করেন।

৪. আবু মানসুর ইবনে খায়রুন—তাঁর কাছে কেরাত শেখেন।

এভাবে তাঁর শিক্ষক তালিকায় ইরাকের বিখ্যাত অনেক শায়খ ও বিদ্বানের নাম রয়েছে।

ওয়াজের ময়দানে: মুয়াফ্ফিকুদ্দিন আবদুল লতিফ বাগদাদি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লামা ইবনুল জাওযি রাহিমাহুল্লাহ খুবই সুললিত কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তাঁর চরিত্রমাধুরী ছিল অনুপম ও সুমিষ্ট। যথেষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং যে কোনো লোককে প্রভাবিত করার এক আশ্চর্য গুণ ছিল তাঁর। লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হতো তাঁর মাহফিলে। গাফেল লোকেরা তাতে নসিহত পেত। অজ্ঞরা শিখত দ্বীন। পাপিষ্ঠরা তাওবা করতো এবং মুশরিকরা দলে দলে যোগ দিত ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে। তিনি তাঁর আল-কাসাস গ্রন্থে লেখেন, 'এক লাখেরও অধিক লোক আমার হাতে তাওবা করে সঠিক পথে ফিরে এসেছেন এবং এক লাখ লোক আমার হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।'

মোটকথা, আল্লামা ইবনুল জাওযি রাহিমাহুল্লাহ-এর জীবনের অন্যতম আলোচিত দিক হচ্ছে তাঁর আধ্যাত্মিক ও বিপ্লবাত্মক ওয়াজ এবং দারসি মজলিস। তাঁর ওয়াজের মজলিস বাগদাদের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছিল। খলিফা, রাজা-বাদশা, মন্ত্রী ও বিশিষ্ট আলেমগণ যথেষ্ট আগ্রহ ও গুরুত্বসহকারে তাঁর মসলিসে উপস্থিত হতেন। আল্লামা ইবনুল জাওযি রাহিমাহুল্লাহ যাবতীয় বিদয়াত ও বিধ্বংসী আকিদা-বিশ্বাস ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝিয়ে বুঝিয়ে খণ্ডন করতেন এবং সহিহ আকিদা ও সুন্নাতের সবিস্তার আলোচনা করতেন। স্বীয় অতুলনীয় বর্ণনাভঙ্গি ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের কারণে বিদয়াতিরা তা খণ্ডন করতে পারত না।

অনুপম চরিত্র : আল্লামা ইবনুল জাওযি রাহিমাহুল্লাহ প্রতি সপ্তাহে একবার কুরআন মাজিদ খতম করতেন। মসজিদ এবং ওয়াজের মজলিসের প্রয়োজন ছাড়া ঘর হতে বের হতেন না। শুধু তাই নয়; বাল্যকালেও কখনো কেউ তাকে ছোটদের সাথে খেলাধুলা করতে দেখেনি। হালাল হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত কিছু আহার করতেন না। এ অভ্যাস তাঁর মৃত্যু অবধি অব্যাহত ছিল। তিনি স্বীয় সাইদুল খাতির গ্রন্থে উল্লেখ করেন, 'দ্বীনি ইলমের সাথে আমার ভালোবাসা সেই ছোটবেলা থেকে। এ ছাড়া অন্য কোনো শাস্ত্র বা পেশায় আমি কোনো আগ্রহ দেখতে পাই না। স্বল্প জীবন, অল্প ক্ষমতা আর এই ক্ষুদ্র সাহস নিয়ে দ্বীনি ইলমের খেদমত করে যেতে চাই। এ ছাড়া অন্যদিকে মনোযোগ দেয়ার আর কোনো সুযোগ রয়েছে কি?'

গ্রন্থ রচনার বিস্ময় : আল্লামা ইবনুল জাওযি রাহিমাহুল্লাহ কেবল জবান দ্বারা ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমেই দ্বীন ও ইলমি খেদমত আঞ্জাম দেননি; লেখালেখি ও গ্রন্থ রচনায় তাঁর অবদান আরও বিস্ময়কর। আল্লামা ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আল্লামা ইবনুল জাওযি রাহিমাহুল্লাহ এমন একজন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যিনি ছোট-বড় সর্বমোট তিনশটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাফসির, হাদিস, ইতিহাস, গণিত, চিকিৎসা, ভাষা, সাহিত্য ও ব্যাকরণ-শাস্ত্রে তাঁর গ্রন্থগুলো যুগান্তকারী ও স্বতন্ত্র ভূমিকা রেখেছে।'

তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক উপকারী গ্রন্থ হচ্ছে পঠিতব্য তালবিসে ইবলিস এবং সর্বশেষ লিখিত কিতাব হচ্ছে সাইদুল খাতির। তাঁর রচিত অন্যান্য **গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি :**

১. আখবারু আহলির রুসূখ ফিল ফিকহি ওয়াৎ তাহদিস বিমিকদারিল মানসূখ মিনাল হাদিস

২.আখবারুল হুমাকা ওয়াল মুগাফ্ফিলীন

৩.আখবারুয্ যারাফ ওয়াল মুতামাজ্জিনীন

৪. উয়ুনুল হিকায়াত (আলোচ্য গ্রন্থ)

৫.আল আজকিয়া

৬.বুস্তানুল ওয়ায়েজিন ওয়া রিয়াযুস্ সামেয়িন

৭.তারিখে উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু

৮.আত্তারিখ ওয়াল মাওয়ায়িয

৯.তাবসারাতুল আখইয়ার ফি যিকরি নাইলি মিসরিন ওয়া ইখওয়ানিহি মিনাল আনহার

১০.তুহফাতুল ওয়ায়িয ওয়া নুযহাতুল মালাহিজ

১১.আত্তাহকিক ফি আহাদিসিল খিলাফ

১২.তাকভিমুল লিসান

১৩.তালবিসে ইসলিস

১৪.তালকিহ্ ফুত্থমিল আসার

১৫.তাম্বিহুন নায়িমিল গুমার আলা হিফযি মাওয়াসিমিল উমার

১৬.দাফউ শুবহাতিশ তাসবিহ ওর্য়ারাদ্দু আলাল মুজাসসিমা

১৭.যাম্মুল হাওয়া

১৮.আয্যাহবুল মাসবুক ফি সিয়ারিল মুলূক

১৯.রূহুল আরওয়াহ

২০.রুউসুল কাওয়ারির ফিল খুতাবি ওয়াল মুহাযারাত ওয়াল ওয়ায ওয়াত তাযকির

২১.যাদুল মাসির ফি ইলমিং তাফসির

২২.সালওয়াতুল আহযান

২৩.মানাকিবু আমিরিল মুমিনিন উমর ইবনু আবদিল আজিজ

২৪.সিফাতুস্ সাফওয়া বা সাফওয়াতুস্ সাফওয়া

২৫.সাইদুল খাতির

২৬.আত্তিব্বুর রুহানি

২৭.আল কারামিতা

২৮.আল কিসাস ওয়াল মুযাক্কিরূন

২৯.লুফতাতুল কাবাদ ইলা নাসিহাতিল ওয়ালাদ

৩০.আল মুদাহহিস ফি উলুমিল কুরআনি ওয়াল হাদিস

৩১.মুলতিকাতুল হিকায়াত

৩২.মানাকিবুল ইমাম আহমাদ

৩৩.মানাকিবু বাগদাদ

৩৪.মানাকিবুল হাসান আলবসরি

৩৫.আল মুনতাযাম ফি তারিখিল মুলুকি ওয়াল উমাম

৩৬.মাওলিদিন নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

৩৭.আল ওয়াফা বিআহওয়ালিল মুস্তাফা

৩৮.ইয়াকুতাতুল মাওয়ায়িয

৩৯. আখবারুন নিসা

আল্লামা ইবনুল জাওযি প্রণীত তাফসির গ্রন্থসমূহ :

৪০.আল মুগনি ফিত্তাফসির

৪১.যাদুল মাসির ফি ইলমিত্তাফসির

৪২.কিতাবুত তালখিস

৪৩.তাযকারাতুল আরিব ফি ইলমিল গারিব

৪৪.তাইসিরুল বায়ান ফি ইলমিল কুরআন

৪৫.ফুনুনুল আফনান ফি উলুমিল কুরআন

৪৬.আল উজুহ ওয়ান নাজায়ির- নুযহাতুল উয়ুনিন নাজায়ির ফিল উজুহ ওয়ান নাজায়ির

৪৭.মুখতাসারুল উজুহ ওয়ান নাজায়ির

৪৮.নাসিখুল কুরআন ওয়া মানসুখুহু

৪৯.আল মুসাফফা বিআকফি আহলির রুসুখি মিন ইলমিন নাসিখি ওয়াল মানসুখ

৫০.আল ইশারাহ ইলা কিরাআতিল মুখতারাহ

৫১.আল মুনতাবিহ ফি উইয়ুলি মুশতাবাহ

৫২.আস্সাবআহ ফিল কিরাআতিস সাবআহ

৫৩.ওয়ারদুল আগসান ফি ফুনূনিল আফনান

৫৪.গারিবুল হাদিস

গায়রে উলুমে কুরআন বিষয়ক গ্রন্থাবলি :

৫৫.সুজুযুল উকুদ

৫৬.আজিবুল খাতাব

ভাষাজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাবলি :

৫৭.তাকভিমুল লিসান

৫৮.মুশকিলুস সিহাহ্

৫৯.আল মাকামাতুল জাওযিয়া ফিল মাআনিল ওয়াযিয়া

তাঁর কিছু কিতাব সংক্ষিপ্তাকারে গ্রন্থিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে-

৬০.মুখতাসারু মানাকিবি উমর ইবনে আবদিল আজিজ

৬১.মুখতাসারু মানাকিবি বাগদাদ

৬২.তালকিসুত তাবসারাহ্

৬৩.মুখতাসারু লাকতুল মানাফি

৬৪.আশ্‌শিফা ফি মাওয়ায়িযিল মুলূকি ওয়াল খুলাফা

কবি : ইতিহাসবিদেরা বলেন, আল্লামা ইবনুল জাওযি রাহিমাহুল্লাহ বৈচিত্র্যময় গুণে গুণী ও বহুমুখী প্রতিভার পাশাপাশি একজন বিদগ্ধ কবিও ছিলেন। তাঁর কবিতার এক বিশাল পাণ্ডুলিপি রয়েছে বলে তাঁরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু আমাদের কাছে তাঁর কবিতার কোনো বই পৌঁছেনি। তথাপি আলোচ্য গ্রন্থসহ তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থে উদ্ধৃত ও উল্লিখিত চমৎকার কবিতামালা দেখে তাঁর কবিপ্রতিভা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। এছাড়া আল্লামা ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ তাঁর বিখ্যাত আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে ইবনুল জাওযি রাহিমাহুল্লাহ-এর কবিতাগুচ্ছের বেশ কিছু পঙ্‌ক্তি উল্লেখ করেছেন।

পরিশেষে আল্লামা ইবনুল জাওযি রাহিমাহুল্লাহ-এর জন্য আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে অফুরন্ত রহমত কামনা করি। তাঁর জ্ঞান দ্বারা সকলে যেন উপকৃত হতে পারি সেই প্রার্থনা করছি। মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি আমল জারি ও বহমান থাকে। যথা—

১. সদকায়ে জারিয়া,

২. ইলম—যা দ্বারা অন্যরা উপকৃত হয় ও

৩. নেককার সন্তান—যারা তাঁর জন্য দোয়া করতে থাকে।

আমাদের প্রত্যাশা—আমাদের লেখক অত্র তিনটি মাধ্যমেই সাওয়াব পেতে থাকবেন।

ভেতরের পাতায় যেভাবে আছে

১. হিমসের প্রশাসকের সাথে উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ৩৫

২. প্রশাসকের ব্যাপারে হিমসবাসীর অভিযোগ ৪০

৩. খুবাইব ইবনে আদি রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাত ৪২

৪. জিহাদ ও ইবাদত ৪৪

৫. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পিতা আবদুল্লাহ ও খাসআমি মহিলা ৪৬

৬. আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শোকে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু ৪৮

৭. উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাত ৫০

৮. যিরার ইবনে যামরাহর মুখে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রশংসা ৫৫

৯. আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উপদেশ ৫৬

১০. 'আমি পাচ্ছি জান্নাতের সুবাস' ৫৮

১১. আল্লাহর হারামকৃত কোনো বস্তু খাবো না ৫৯

১২. দুধবিক্রেতার মেয়ের ঘটনা ৬১

১৩. রুটিওয়ালার ঘটনা ৬২

১৪. প্রখ্যাত সুফিসাধক বিশরে হাফি ৬৪

১৫. পূর্বসূরি যাহিদদের ঘটনা ৬৫

ক. আমির ইবনে আবদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ ৬৫

খ. রবি' ইবনে খুসাইম রাহিমাহুল্লাহ ৬৬

গ. আবু মুসলিম খাওলানি রাহিমাহুল্লাহ ৬৭
ঘ. আসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ রাহিমাহুল্লাহ ৬৮
ঙ. মাসরূক ইবনুল আজদা' ৬৯
চ. হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ ৬৯
ছ. ওয়ায়েস কারনি রাহিমাহুল্লাহ ৭২
১৬. উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে ওয়ায়েস কারনির ঘটনা ৭৭
১৭. হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু ও কাজি শুরাইহ'র অসাধারণ একটি ঘটনা ৮১
১৮ প্রসিদ্ধি অপছন্দকারী এক লোক ৮২
১৯. হিশাম ইবনে আবদুল মালিককে খালিদ বিন সাফওয়ানের উপদেশ ৮৩
২০ খলিফা মনসুরকে আওযায়ির উপদেশ ৮৯
২১. হারুনুর রশিদকে ফুজাইল ইবনে আয়াজের উপদেশ ৯৭
২২. হারুনুর রশিদ ও বাহলুল ১০৩
২৩. মৃত্যুর সময় পরার্থপরতা ১০৫
২৪. কৃপণ ধনাঢ্যের সাথে মালাকুল মাউতের ঘটনা ১০৬
২৫. রাজ্য ছেড়ে সমুদ্রতীরে থাকা দুই বাদশার গল্প ১০৮
২৬. উপদেশ ও তাওবা ১১০
২৭. হতদরিদ্রের কাছে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েবের মেয়ের বিয়ে ১১২
২৮.আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মেয়ের বিয়ে ১১৫
২৯.কবর উন্মোচিত হওয়া ও তারকা খসে পড়ার দিন ১১৬
৩০. ইবনুল খাত্তাবের হিসাবের ঘটনা ১১৬
৩১. উমর ইবনে আবদুল আজিজ ও সুন্দরী দাসীর ঘটনা ১১৭
৩২. উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ও কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ১১৮
৩৩. আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অতিথি ১১৯

৩৪. অত্যাচারী বাদশাকে মুক্তি ১২০
৩৫. আলা ইবনে হাজরামি রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কারামাত ১২১
৩৬. আল্লাহর ওলি ১২৪
৩৭. স্ত্রীর সাথে আবু মুসলিম খাওলানি রাহিমাহুল্লাহ ১২৫
৩৮. সিলাহ ইবনে আশইয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নামাজ ১২৬
৩৯. উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহার ধৈর্য হতে শিক্ষা ১২৯
৪০. নেয়ামতে পেরেশান এবং বিপদে খুশি এক নারীর গল্প ১৩০
৪১. আবু তুরাব, নাপিত ও প্রশাসক ১৩২
৪২. সৎকর্মশীল যুবকের ঘটনা ১৩৩
৪৩. প্রতিবন্ধী নেককার যুবকের ঘটনা ১৩৪
৪৪. আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের গুণাবলি ১৩৬
৪৫. আল্লাহর নবি হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর একটি ঘটনা ১৩৮
৪৬. জাহান্নামের আগুনের ভয়ে ভীত যুবক ১৩৯
৪৭. আবু জাহিয রাহিমাহুল্লাহ-এর ঘটনা ১৪০
৪৮. আবদুল ওয়াহিদ ইবনে যায়েদকে সন্ন্যাসীর উপদেশ ১৪৩
৪৯. খলিফা হারুনুর রশিদের ছেলের ঘটনা ১৪৫
৫০. ইবরাহিম বিন আদহাম রাহিমাহুল্লাহ-এর ঘটনা ১৪৯
৫১. উমর ইবনে আবদুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহ-এর স্বপ্ন ১৬০
৫২. প্রতারক সাপ ১৬৩
৫৩. হাতিম আসাম্ম ও শাকিক বলখির ঘটনা ১৬৫
৫৪. ছন্দোবদ্ধ উপদেশ-বাণী ১৬৭
৫৫. আবু আমির ওয়ায়েযের ঘটনা ১৬৯
৫৬. জনৈক সুফি ও প্রাসাদ-মালিকের ঘটনা ১৭২
৫৭. উমর ইবনে আবদুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহকে সালিম রাহিমাহুল্লাহ-এর উপদেশ ... ১৭৪

৫৮. বিশর ইবনে হারিসের দুনিয়াবিমুখতা ১৭৮
৫৯. হজ সফরের সাথি ১৮০
৬০. ইয়াযিদ ইবনে মারসাদ রাহিমাহুল্লাহ-এর কান্না ১৮১
৬১. উমর ইবনে আবদুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহ-এর ঘটনা ১৮২
৬২. পুণ্যবান শায়খের সাথে ইবরাহিম ইবনে আদহাম ১৮৭
৬৩. ইবরাহিম ইবনে আদহামের ঘটনা ১৯০
৬৪. 'তোমরা নিজেদের জন্যই কাঁদছো, আমার জন্য নয়' ১৯৪
৬৫. ডাকাত কর্তৃক ব্যবসায়ীকে হত্যার চেষ্টা ১৯৫
৬৬. জনসমাগম এড়িয়ে চলা এক যুবকের ঘটনা ১৯৭
৬৭. 'আমার থেকে কেন পালাচ্ছেন?' ১৯৯
৬৮. পুণ্যময়ী মায়ের দোয়া ২০১
৬৯. পাহাড়ে মৃত্যুবরণকারী এক যাহিদ ২০২
৭০. সমুদ্রের ঢেউয়ে হেঁটে যাওয়া যুবক ২০৩
৭১. সবর ও সন্তুষ্টির অনন্য শিক্ষা ২০৫
৭২. জনৈক মুজাহিদ ও তার শিশুর ঘটনা ২০৮
৭৩. আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চিঠি ২০৯
৭৪. উমর ইবনে আবদুল আজিজের সর্বশেষ ভাষণ ২১০
৭৫. 'দ্রুত আমার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করো' ২১১
৭৬. দুই বুজুর্গের আলাপন ২১২
৭৭. ফা আইনাল্লাহ—মহান আল্লাহ কোথায়? ২১৪
৭৮. উমর ইবনে আবদুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহকে হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ-এর উপদেশ. ২১৫
৭৯. আগের যুগের ঘটনা ২১৭
৮০. জনৈক বেদুইনের বাঁদি আজাদকরণ ২১৮
৮১. বিছে আর সাপ ২১৯

৮২. এক গুহাবাসীর ঘটনা ২২০
৮৩. সাধক আর মুচি ২২১
৮৪. মৃত্যুর পর স্বপ্নে রাবেয়া আদবিয়ার দর্শন লাভ ২২২
৮৫. আবু মুসলিম খাওলানির বিস্ময়কর ঘটনা ২২৪
৮৬. জুননুন মিশরির বর্ণনা ২২৫
৮৭. পাহাড়ে অবস্থানকারী এক আবেদ ২২৬
৮৮. পাপ কাজ করতে উদ্যত এক আবেদের গল্প ২২৭
৮৯. এক নেককারের স্বপ্ন ২২৮
৯০. ইবনে জিয়ার আওযায়ির অমূল্য উপদেশ ২২৯
৯১. বিপদে ধৈর্যধারণকারী ২৩০
৯২. লোকমান ও তার ছেলের ঘটনা ২৩১
৯৩. জুননুন মিশরি ও শামিয়ানার নিচে থাকা যুবক ২৩৪
৯৪. দুনিয়ার স্বরূপ ২৩৫
৯৫. ইবরাহিম ইবনে আদহামের নসিহত ২৩৬
৯৬. ফকিহ আবুল হাসান ও গভর্নর ইবনে তুলুন ২৩৯
৯৭. হাসান বসরির নসিহত ২৪২
৯৮. ঈসা আলাইহিস সালাম-এর নসিহত ২৪৯
৯৯. সাঈদ আল হারবির নসিহত ২৫০
১০০. আল্লাহর ফায়সালাতেই বান্দার কল্যাণ ২৫২
১০১. এক বাঁদির কাহিনী ২৫৩
১০২. তরুণী ও কসাই ২৫৪
১০৩. এক আবেদের স্ত্রী ও এক জালেম শাসক ২৫৫
১০৪. মুসা আলাইহিস সালাম ও ইবলিস ২৫৬

১০৫. শয়তানের ধোঁকার রকমফের ২৫৭
১০৬. বদান্যতা এবং উদারতার গল্প ২৬০
১০৭. আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খুতবা ২৬২
১০৮. আশ্চর্যজনক ঘটনা ও সারগর্ভ বাণী ২৬৪
১০৯. পথিকদলের প্রতি সাধকের উপদেশ ২৬৬
১১০. ইবলিস ও গাছ কাটতে চাওয়া ব্যক্তি ২৬৭
১১১. ইবরাহিম ইবনে আদহামের ঘটনা ২৬৯
১১২. মারুফ কারখির ঘটনা ২৭১
১১৩. ইয়াহইয়া ইবনে মুআয এবং এক অসুস্থ লোক ২৭২
১১৪. পাপের কুফল ২৭২
১১৫. এক দরিদ্র লোক ও মুক্তা ২৭৩
১১৬. হাসান বসরির মহামূল্যবান নসিহত ২৭৫
১১৭. এক মদ্যপের তাওবা ২৭৭
১১৮. হালাল রিজিকের খোঁজে ইবরাহিম ইবনে আদহাম ২৮১
১১৯. দিনাওয়ারি এবং একজন দরিদ্র লোক ২৮২
১২০. সৎকাজ বিনষ্ট হয় না ২৮৩
১২১. এক বৃদ্ধা আবেদা ২৮৪
১২২. নীলনদের নামে পত্র ২৮৬
১২৩. উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আর এক বেদুইন কবি ২৮৭
১২৪. অপূর্ব সান্ত্বনা ২৮৮
১২৫. একজন সচ্চরিত্র যুবক ২৮৯
১২৬. সাররি সাকতি ও একদল জিন ২৯১
১২৭. সুফয়ান সাওরির কারামত ২৯২

১২৮. হৃদয়গ্রাহী উপদেশ..... ২৯৩
১২৯. আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উপদেশ..... ২৯৭
১৩০. উলামায়ে কেরামের চরিত্র এবং সম্মান..... ২৯৯
১৩১. শাকিক বলখি এবং মুসা কাযেম..... ৩০১
১৩২. আগামীকাল রিজিক আসবে..... ৩০৪
১৩৩. আল্লাহর ওলিদের কারামত..... ৩০৫
১৩৪. প্রজ্ঞা এবং উপদেশ..... ৩০৫
১৩৫. সাহাবায়ে কেরামের সমালোচক..... ৩০৬
১৩৬. মৃত্যুশয্যায় এক বাবার অসিয়ত..... ৩০৮
১৩৭. আবু সুলায়মান মাগরিবীর সঙ্গে ঘটে যাওয়া বিস্ময়কর ঘটনা..... ৩১২
১৩৮. খলিফা মনসুরের স্বপ্ন..... ৩১৪
১৩৯. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব ও অত্যাচারী প্রশাসক..... ৩১৬
১৪১. জুন্নুন মিশরি রাহিমাহুল্লাহ ও শায়বান..... ৩১৯
১৪৩. দুনিয়া পাবার আশায় অন্যকে উপদেশ দেওয়ার পরিণাম..... ৩২২
১৪৪. বিচারক এবং খলিফা..... ৩২৪
১৪৫. সাররি সাকতি রাহিমাহুল্লাহ-এর গুণাবলি..... ৩২৬
১৪৬. দোয়া কবুলের গল্প- ১..... ৩২৭
১৪৭. দোয়া কবুলের গল্প- ২..... ৩২৮
১৪৮. বাকি ইবনে মাখলাদের দোয়া..... ৩২৯
১৪৯. রাবেয়া আদবিয়ার স্বপ্ন..... ৩৩০
১৫০. খলিফার বিপক্ষে বিচারকের রায়..... ৩৩১
১৫১. গভর্নরের বিপক্ষে রাক্কার বিচারকের রায়..... ৩৩২
১৫৪. চোখে দেখা কবরের আজাব..... ৩৩৪

১৫৫. রিয়াহ আবাসির স্ত্রী ৩৩৫
১৫৬. আল্লাহর সাথে ব্যবসা ৩৩৫
১৫৭. কে আমার জন্য সুপারিশ করবে? ৩৩৭
১৫৮. আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উপদেশ ৩৩৭
১৫৯. সচ্চরিত্র ও অল্পেতুষ্টির গল্প ৩৩৮
১৬০. মরুভূমিতে এক লোকের উপদেশ ৩৩৯
১৬১. এক সৎ জিনের ঘটনা ৩৪০
১৬২. শায়বান ও হারুনুর রশিদের আলোচনা ৩৪২
১৬৩. মজলুমের বদদোয়া ৩৪৩
১৬৪. আবু হাযেমের উপদেশ ৩৪৩
১৬৫. অন্যের ক্ষতি করার ফল শুভ হয় না ৩৪৫
১৬৬. এক বুজুর্গের স্বপ্ন ৩৪৮
১৬৮. নেককার মুরিদের মৃত্যুর সময়কার ঘটনা ৩৫০
১৬৯. গান থেকেও ভালো কিছু পারি ৩৫১
১৭০. এক আবেদা মেয়ের ঘটনা ৩৫২
১৭১. ইবনে আদহামের কারামত ৩৫৩
১৭২. দোয়া, রোনাজারি এবং মোনাজাত ৩৫৪
১৭৩. সালমান ফারসির ঘটনা ৩৫৭
১৭৪. ইবরাহিম আল খাওয়াস এবং এক খ্রিস্টান নওমুসলিম ৩৬১
১৭৫. সাররি এবং ঠান্ডা পানির মগ ৩৬৩
১৭৬. ফতেহ মুসিলির কান্না ৩৬৪
১৭৭. এক বুজুর্গের কান্না ৩৬৫
১৭৮. শিবলি এবং জনৈক সাধক ৩৬৬

১৭৯. হাতেম আসাম এবং এক নওমুসলিম সাধক.....৩৬৭
১৮০. হাসান বসরি ও গুহায় অবস্থানরত এক যুবক.....৩৬৭
১৮১. মরণসায়াহ্নে উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা.....৩৬৯
১৮২. দরিদ্রদের তালিকায় গভর্নরের নাম.....৩৭০
১৮৩. ইয়াহইয়া ইবনে মুআযের বাণী.....৩৭২
১৮৫. হাতেম আসমের ঘটনা.....৩৭৪
১৮৬. বিশর ইবনে হারেসের ঘটনা.....৩৭৫
১৮৭. হাসান বসরি ও একটি আয়াত.....৩৭৬
১৮৮. এই হলো দুনিয়ার অবস্থা.....৩৭৬
১৮৯. মানসুর ইবনে মুতামিরের বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি.....৩৭৮
১৯০. রোমক সম্রাটের সাথে তিন ভাই.....৩৭৮
১৯১. মারুফ কারখির ঘটনা.....৩৮২
১৯২. বায়তুল্লাহর মজলিসের মর্যাদা.....৩৮২
১৯৩. এক দুর্বল লোকের ঘটনা.....৩৮৩
১৯৪. সাধক ও নষ্টা মহিলা.....৩৮৪
১৯৫. উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়ে যাওয়ায় এক বুজুর্গের অস্বস্তি বোধ.....৩৮৫
১৯৬. ইবরাহিম আল খাওয়াস ও শয়তান.....৩৮৬
১৯৭. সুফিদের ঘটনা.....৩৮৬
১৯৮. আমানতদারির ঘটনা.....৩৮৭
১৯৯. আবু আবদুল্লাহ মাগরিবির ঘটনা.....৩৮৮
২০০. এক বুজুর্গ এবং অজগর.....৩৮৯
২০১. ইবনে তুলুনের কবরের কাছে এক কুরআন পাঠকারী.....৩৮৯
২০২. বিশর আল হাফির উপদেশ.....৩৯০

২০৩. এতিমের মাল সংরক্ষকের ঘটনা ৩৯০
২০৪. ইবনে ইয়াদ ও মনসুর ইবনে আম্মার ৩৯২
২০৫. ইবরাহিম ইবনে আদহামের কাছে সুফয়ান সাওরি ৩৯৪
২০৬. আবু সাঈদ আল খাররায ও এক বুজুর্গ ৩৯৫
২০৭. মৃত্যুর পরেও আহমাদ ইবনে নাসরের কুরআন পাঠ ৩৯৬
২০৮. এতিমদের সহায়তায় ইবরাহিম আল খাওয়াস ৩৯৭
২০৯. বৈরাগ্য এবং অল্পেতুষ্টি ৩৯৮
২১০. দারিদ্র্য ও অভাবের সময় আলেমদের ধৈর্যধারণ ৩৯৯
২১১. ইবরাহিম হারবি রাহিমাহুল্লাহ এবং তার মেয়ে ৪০০
২১৩. খোদাপ্রেমিক এক যুবক ৪০১
২১৪. আল্লাহর জন্য ভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া দুই ব্যক্তির গল্প ৪০৩
২১৫. ফুযায়েল ইবনে আয়াযের তাওবা ৪০৪
২১৬. অন্তরের গীবত ৪০৫
২১৭. সুফিদের কাহিনী ৪০৬
২১৮. ইবনে মোবারকের কারণে ইবনে উলাইয়ার বিচারকের পদ প্রত্যাহার ৪০৬
২১৯. এক পাপী যুবকের গল্প ৪০৯
২২০. সুলাইমান ইবনে হারব এবং বিশর আল হাফি ৪১১
২২১. আহমাদ ইবনে ঈসা ও শিকারী কুকুর ৪১২
২২২. আবু সুলাইমান হাশেমির রাবেয়াকে বিবাহের প্রস্তাব ৪১৩
২২৩. লোকমার বিনিময়ে লোকমা ৪১৩
২২৪. জাফর ইবনে ইয়াহইয়ার উদারতা ৪১৪
২২৫. হাবিব আজমি এবং খোরসানির কাহিনি ৪১৬
২২৬. মালিক বিন দিনার ও প্রাসাদ নির্মাণকারী যুবকের বিস্ময়কর ঘটনা ৪১৭

২২৭. নেককার যুবকের গল্প..... ৪২০
২২৮. অবৈধ দৃষ্টিপাতের পরিণাম..... ৪২৩
২২৯. আবু নুয়াসের তওবা ৪২৪
২৩০. ওয়াকি বিন জাররাহ ও আবদুল্লাহ বিন ইদরিসের বিচারকের পদ প্রত্যাহার..... ৪২৫
২৩১. বিচারক হাফস ও খলিফা-পত্নী যুবায়দার মধ্যকার মীমাংসা ৪২৮
২৩২. হারেস ও জুনায়েদের মধ্যকার কথোপকথন ৪৩২
২৩৩. হাবিব বিন সাহবানের জবানে কাদিসিয়া যুদ্ধের বিবরণ.....৪৩৩
২৩৪. সচ্চরিত্রবান যুবক..... ৪৩৪
২৩৫. আত্মত্যাগের উজ্জ্বল উপমা ৪৩৮
২৩৬. আবু তালিব সুফির সাধনা.....৪৩৮
২৩৭. খায়ের আন নাসসাজের বিস্ময়কর গল্প ৪৩৯
২৩৮. মরুপ্রান্তরে জনৈক যুবকের সঙ্গে আবু বকর মিসরির সাক্ষাৎ.....৪৪১
২৩৯. হাজ্জাজের সামনে জনৈক বেদুইনের দৃঢ়তা..... ৪৪৩
২৪০. দাউদ তাঈর মৃত্যুতে ইবনেস সাম্মাকের শোক প্রকাশ ৪৪৫
২৪১. আবু আবদুল্লাহ মুসা আল হাশেমি ও জনৈক এতিমের সম্পদ..... ৪৪৬
২৪২. পথে জুননুন মিসরির সঙ্গে জনৈকা রমণীর সাক্ষাৎ.....৪৫০
২৪৩. বুজুর্গ মায়ের ডাকে ফিরে এলো মৃত সন্তান..... ৪৫২
২৪৪. জন্মের সাতাশ বছর পর পিতার সঙ্গে ফকিহ রবিআর সাক্ষাৎ.....৪৫৩
২৪৫. আল্লাহর রাস্তায় লড়াইকারীর আক্ষেপ.....৪৫৬
২৪৬. একটি দরজা এখনো বন্ধ হয়নি..... ৪৫৭
২৪৭. রোমকদের হাতে বন্দি আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা ৪৫৮
২৪৮. মরুপ্রান্তরে ইবরাহিম খাওয়াস ৪৬০
২৪৯. আল্লাহর ওলি এক যুবকের কারামত ৪৬৩
২৫০. তাকবিরের বরকতে অসাধ্য সাধন..... ৪৬৪

২৫১. স্ত্রীর মন রক্ষাই আমার জীবনের সবচেয়ে উত্তম কাজ.....৪৬৫
২৫২. খোদাভীরুতা ও সংযমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত.....৪৬৮
২৫৩. শুরাইহ ইবনে ইউনুসের কারামত.....৪৬৮
২৫৪. বাদশা মাহদিকে সালেহ মুররির উপদেশ.....৪৭০
২৫৫. আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষণ.....৪৭২
২৫৬. বিশর রাহিমাহুল্লাহ এবং তার বোন.....৪৭৩
২৫৭. আবু মুহাম্মদ মারওয়াযির সাহচর্য.....৪৭৩
২৫৮. প্রশাসক মুসা ইবনে ঈসার বিপক্ষে কাজি শুরাইকের ন্যায়বিচার.....৪৭৫

“ ”

১. হিমসের প্রশাসকের সাথে উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু

উমাইর ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু[১] বলেন, খলিফা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে হিমসের ওয়ালি(শাসনকর্তা) হিসেবে পাঠালেন। কিন্তু এক বছরের মধ্যে তাঁর কোনো খবর পেলেন না। অবশেষে তিনি কাতিবকে (সেক্রেটারি) বললেন, আমার মনে হচ্ছে সে আমাদের আস্থা নষ্ট করেছে। তুমি তাঁকে লেখো — 'আমার এ পত্র পৌঁছা এবং পাঠ মাত্র মুসলমানদের কাছ থেকে খাজনা, জাকাত—যা কিছু আদায় করেছো তা নিয়ে মদিনায় চলে আসবে।' চিঠি পেয়ে উমাইর বিলম্ব না করে একটি চামড়ার থলিতে সামান্য কিছু পাথেয় ও পানির একটি পিয়ালা ভরে কাঁধে ঝোলালেন এবং লাঠিটি হাতে নিয়ে পায়ে হেঁটে যাত্রা শুরু করলেন।

মদিনা থেকে হিমসের দূরত্ব কয়েকশো মাইল। মদিনায় যখন পৌঁছলেন তখন তাঁর মাথার চুল লম্বা হয়ে গেছে। রোদ, ধুলোবালি ও দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তিতে চেহারা হয়ে গেছে বিবর্ণ। এ অবস্থায় তিনি সরাসরি খলিফার দরবারে পৌঁছে বললেন, আসসালামু আলাইকা ইয়া আমিরাল মুমিনিন!

---

[১] উমাইর ইবনু সা'দ ইবনু উবাইদ ইবনুন নু'মান ইবনু কায়স ইবনু আমর ইবনু আউফ ইবনু মালিক ইবনুল আওস রাদিয়াল্লাহু আনহু হলেন একজন আনসারি সাহাবি। মুজামুস সাহাবাহ গ্রন্থকার ইমাম বাগবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, চারিত্রিক গুণ-বৈশিষ্ট্যের জন্য তিনি নাসিজু ওয়াহদিহ উপাধি লাভ করেন। তিনি মুনাফিক জুলাস ইবনু সুয়াইদের বার্তা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানাতেন। তিনি এতিম ছিলেন। শাম বিজয়ের সময় তিনি শাহাদাতপ্রাপ্ত হন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে শামের ওয়ালি নিয়োগ করেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওফাত পর্যন্ত তিনি এ পদে বহাল ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুনিয়াবিরাগী সজ্জন ব্যক্তি।

—আমিরুল মুমিনিন, আপনার প্রতি সালাম! খলিফা তাঁর দিকে চোখ তুলে দেখে, বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন করলেন, এ তোমার কী হাল হয়েছে?

উমাইর বললেন, আপনি আমার আবার কী হাল দেখলেন? আমি কি সুস্থ নই? আমার ওপর কি দুনিয়াদারির ছোঁয়া লেগেছে? আমি কি দুনিয়ার শিং ধরে টানাটানি করছি?

খলিফা ধারণা করেছিলেন, উমাইর হয়তো প্রচুর অর্থ-সম্পদ সাথে নিয়ে এসেছেন। তাই প্রশ্ন করলেন, তুমি সাথে করে কী নিয়ে এসেছো?

উমাইর বললেন, আমার সাথে আছে শুধু এই থলেটি, যার মধ্যে আমি আমার পাথেয় বহন করি, আর আছে এই বরতনটি, যার মধ্যে আমি আহার করি ও এটা দিয়ে আমি আমার মাথা, কাপড় ধৌত করি। আর আছে এই মশকটি, এর মধ্যে আমি আমার অজু ও খাওয়ার পানি রাখি। আর এই লাঠি, যার উপর ভর দিয়ে চলি এবং শত্রুর মুখোমুখি হলে এর মাধ্যমে তাকে প্রতিহত করি। জেনে রাখুন, দুনিয়া আমার এই সামান্য সফর-সামগ্রীর অনুগামী ছাড়া আর কিছুই না।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, হেঁটে এসেছো?

উমাইর বললেন, হাঁ, হেঁটেই এসেছি।

—কেউ কি তোমাকে একটি বাহন দিয়ে সাহায্য করলো না?

—আমি কারো কাছে বাহন চাইনি, আর কেউ দেয়ওনি।

—তারা খুব খারাপ মুসলমান হয়ে গেছে।

—উমর! আল্লাহ আপনাকে মানুষের গীবত করতে নিষেধ করেছেন। আমি তো তাদেরকে ফজরের নামাজ জামায়াতে আদায় করতে দেখেছি।

খলিফা নির্দেশ দিলেন, উমাইরের নিয়োগ নবায়ন করা হোক।

উমাইর বললেন, আমি আপনার অধীনে বা ভবিষ্যতে অন্য কারো অধীনে আর কোনো দায়িত্ব পালন করবো না। কারণ, অপরাধ থেকে আমি মুক্ত থাকতে পারিনি। সেখানে খ্রিস্টান জিম্মিকে আমি বলেছি, আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করুন। ওহে উমর! আপনি কি আমাকে এমন কাজের জন্য পাঠিয়েছিলেন? যেদিন থেকে আমি আপনার সাথে কাজ করছি সেদিনটি আমার জীবনের সবচেয়ে নিকৃষ্ট দিন। এরপর তিনি খলিফার অনুমতি নিয়ে মদিনা থেকে কয়েক মাইল দূরে একটি নিরিবিলি স্থানে চলে যান এবং স্থায়ীভাবে সেখানে বসবাস করতে থাকেন।

একদিন খলিফার মনে হলো, উমাইর বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। তাই তাঁকে পরীক্ষার জন্য একশো দিনারসহ হারিস নামক এক ব্যক্তিকে পাঠালেন তাঁর কাছে। যাওয়ার সময় লোকটিকে বললেন, তুমি উমাইরের কাছে যাবে একজন অতিথির ছদ্মবেশে। যদি তাঁর ওখানে পার্থিব ভোগ-বিলাসের কোনো চিহ্ন দেখতে পাও তাহলে সাথে সাথে ফিরে আসবে। আর তাঁকে খুব করুণ অবস্থায় দেখলে এই একশো দিনার তাঁকে দান করবে।

লোকটি চলে গেল। উমাইরের বাসস্থানে পৌঁছে দেখলো, তিনি দেয়ালের পাশে বসে জামার ময়লা খুটে খুটে তাতে তালি লাগাচ্ছেন। লোকটি সালাম দিল। উমাইর সালামের জবাব দিয়ে তাকে থাকার অনুরোধ করলেন। লোকটি থেকে গেল।

উমাইর—কোথা থেকে এসেছেন?

আগন্তুক—মদিনা থেকে।

উমাইর—আমিরুল মুমিনিনকে কেমন রেখে এসেছেন?

আগন্তুক—একজন সৎকর্মশীল ব্যক্তি হিসেবে।

উমাইর—মুসলমানদের কেমন রেখে এসেছেন?

আগন্তুক—নেককার বান্দা হিসেবে।

উমাইর—আমিরুল মুমিনিন কি এখন আর হদ (শরিয়ত নির্ধারিত শাস্তি) কায়েম করেন না?

আগন্তুক—অবশ্যই, তিনি তাঁর এক ছেলেকে সম্প্রতি ব্যভিচারের শাস্তি প্রদান করেছেন। ছেলেটি মারা গেছে।[২]

---

[২] এখানে ব্যভিচারের কথা উল্লেখ করা হলেও মূলত তাঁকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল মদ্যপানের অপরাধে। ঘটনাটি হলো— উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এই পুত্রের নাম ছিল আবদুর রহমান আবু শাহমা। তিনি মুসলিম সেনাবাহিনীর হয়ে মিশরে যুদ্ধ করে জয়লাভ করার পর সেখানেই অবস্থান করেছিলেন। একদিন তিনি বন্ধুকে নিয়ে নাবিয(খেজুর ভিজিয়ে তৈরি করা শরবত) পান করেন। কোনো কারণে নাবিযে মাদকতা চলে এসেছিল। ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের মধ্যে মাতলামী চলে আসে। পরদিন তিনি তাঁর বন্ধুকে নিয়ে মিশরের তৎকালীন প্রশাসক আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিস্তারিত ঘটনা জানান এবং শরিয়তের নির্ধারিত হদ চান। তখন আমার ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে ও তার বন্ধুকে নিজ ঘরের মধ্যেই বেত্রাঘাত করেন। পরবর্তীতে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ঘটনা জানতে পেরে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তিরস্কার করেন এবং বলেন, সাধারণ জনগণের মতো আমার পুত্রকেও জনসমক্ষে শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল। এরপর তিনি আবু শাহমাকে মদিনায় ফেরত পাঠাতে বলেন। মদিনায় পৌঁছার পর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজে পুনরায় তাকে

উমাইর—আল্লাহ! তুমি উমরকে সাহায্য কর। তোমার ভালোবাসা ছাড়া তাঁর মধ্যে আর কিছু আছে বলে আমার জানা নেই।

লোকটি তিন দিন অতিথি হিসেবে থাকলো উমাইরের ঘরে। এ তিনটি দিন শুধু যবের রুটির কিছু টুকরো চিবিয়েই তাকে কাটাতে হলো। এ অবস্থা দেখে লোকটি বললো, এ কয়টি দিন তো আপনি আমাকে প্রায় অভুক্তই রেখেছেন। উমাইর বললেন, আপনি চলে যেতে চাইলে চলে যান। এরপর সে দিনারগুলো বের করে উমাইরের দিকে এগিয়ে দিল। দিনার দেখামাত্র তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, আমার প্রয়োজন নেই।

—একথা বলেই দিনারের থলিটি তিনি লোকটির দিকে ঠেলে দিলেন। এ সময় উমাইরের সহধর্মিণী বললেন, আপনার প্রয়োজন না থাকলে যাদের প্রয়োজন আছে, তাদের মধ্যে বিলিয়ে দিন।

উমাইর বললেন, এগুলোর ব্যাপারে কিছু করার কোনো অধিকার আমার নেই। তখন স্ত্রী তাঁর ওড়না ছিঁড়ে কয়েকটি টুকরো করেন। তারপর দিনারগুলো ভাগ করে সেই টুকরোগুলোতে বেঁধে আশেপাশের শহিদদের সন্তানদের মাঝে বণ্টন করে দেন।

এদিকে লোকটি খলিফা উমরের নিকট ফিরে গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, উমাইর দিনারগুলো কী করেছে?

লোকটি জবাব দিল— আমি তো জানি না।

এবার খলিফা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দিনারগুলো সহ উমাইরকে আসার জন্য লিখলেন। উমাইর হাজির হলেন খলিফার দরবারে।

—খলিফা জানতে চাইলেন, দিনারগুলো কী করেছো?

—আমার যা ইচ্ছা হয়েছে করেছি। তার সাথে আপনার সম্পর্ক কী?

—না তোমাকে বলতেই হবে। খলিফা জোর দিয়ে বললেন।

উমাইর বললেন, আমি সেগুলো আমার আখিরাতের প্রয়োজনে আগে পাঠিয়ে দিয়েছি। খলিফা তখন কিছু খাদ্যদ্রব্য ও দুটি কাপড় তাঁকে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। উমাইর তখন বললেন, খাদ্যের প্রয়োজন আমার নেই। বাড়িতে আমি

জনসমক্ষে বেত্রাঘাত করেন। এর কিছুদিন বা কয়েক সপ্তাহ পর আবু শাহামা ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাকে দাফন করা হয়।

দুই সা'[৩] পরিমাণ যব রেখে এসেছি। সেগুলো খেতে খেতেই আল্লাহ তাআলা হয়তো অন্য রিজিকের ব্যবস্থা করবেন। তবে কাপড় দুইটি নেওয়া যেতে পারে। কারণ আসার সময় আমি দেখে এসেছি, অমুকের মায়ের কাপড় নেই। একথা বলে তিনি কাপড় দুটি বগলদাবা করে বাড়িতে ফিরে আসেন। এর অল্পদিন পরেই তিনি মারা যান।

উমাইরের মৃত্যুর খবর পেয়ে খলিফা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর জন্য ভীষণ ব্যথিত হন ও মাগফিরাত কামনা করেন। তারপর তিনি মদিনার 'বাকিউল গারকাদ' গোরস্থানে যান। তাঁকে অনুসরণ করে আরো অনেকে যান সেখানে। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের লক্ষ্য করে বললেন, আচ্ছা, আপনারা প্রত্যেকে নিজ নিজ বাসনা প্রকাশ করুন তো!

একজন বললো, আমার যদি প্রচুর ধন-সম্পদ থাকতো, তাহলে তা দিয়ে আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এত পরিমাণ দাস মুক্ত করতাম। আরেকজন বললো, আমার দেহে যদি অদমনীয় শক্তি হতো তাহলে আমি যমযম কূপ থেকে বালতি দিয়ে পানি তুলে হাজিদের পান করাতাম।

এভাবে আরো অনেকে নিজ নিজ মনোবাসনা ব্যক্ত করলো। সবশেষে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি যদি উমাইর ইবনে সাআদের মতো আরো যোগ্য লোক পেতাম তাহলে মুসলমানদের কাজে আমি তাদের সাহায্য নিতাম।

---

[৩] এক সা' = (৪) চার মুদ। ১ মুদ = একটি নির্দিষ্ট আকারের পাত্রের পরিমাণকে মুদ বলা হয়, কাপ বা বল বা মগ জাতীয়। যার আনুমানিক পরিমাণ দুই হাত মুনাজাতের মতো একত্রিত করে তাতে যতটুকু ফসল নেয়া যায়। ওই পাত্রের আকারে ১ মুদ = আনুমানিক প্রায় ০.৭৫০ লিটার অর্থাৎ ৭৫০ মিলিলিটার! এখন ৭৫০ মিলিলিটার আয়তনের পাত্রে ফসল ভরলে যতটুকু হয় তা হচ্ছে এক মুদ। তাহলে ১ সা' = ৪ মুদ = ৪ x ০.৭৫০মিলি লিটার=৩ লিটার। এখন ১ সা' ফসল=৩ লিটার পাত্রে যেই পরিমান ফসল ধরে স্বাভাবিকভাবে। এভাবে একেক ফসলের ওজন ভিন্ন ভিন্ন হবে!

শায়খ সালেহ আল উসায়মিন ফতোয়া আরকানুল ইসলামে উল্লেখ করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এক সা' ছিল আনুমানিক ২ কেজি ৪০ গ্রাম পাকাপুষ্ট গম। এখন ওই পাত্রের পরিমান অনুযায়ী পাকা পুষ্ট গমের কেজি করলে তা দাড়ায় ২ কেজি ৪০ গ্রাম! এখন ওই পাত্রে যদি খেজুর পূর্ণ করে ওজন নেয়া হয় তখন তো আর ২ কেজি ৪০ গ্রাম হবে না ! বেশি হতে পারে! কারন খেজুরের আয়তন বড় এবং ওজন বেশি! একইভাবে যদি ওই পাত্র পূর্ণ চাল ওজন নেয়া হয় তাহলেও ওজনের তারতম্য ঘটবে!! স্কলারগণ মানুষের সুবিধার্থে এই কেজির সংখ্যা নিরুপন করেছেন যে গম হিসেবে তা ২ কেজি ৪০ গ্রাম থেকে শুরু করে প্রায় ৩ কেজি পর্যন্ত।

২. প্রশাসকের ব্যাপারে হিমসবাসীর অভিযোগ

খালিদ ইবনে মাদান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হিমসে সাইদ ইবনে জুযাইম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আমাদের গভর্নর বানিয়ে পাঠালেন। একবার উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হিমসে আগমন করে বললেন, হে হিমসবাসী! তোমরা তোমাদের গভর্নরকে কেমন পেয়েছো? তখন তারা গভর্নরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তারা বলল, তাঁর ব্যাপারে আমাদের চারটি অভিযোগ রয়েছে। তিনি দুপুর হওয়ার আগে আমাদের কাছে বের হয়ে আসেন না।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, গুরুতর অভিযোগ। আর কী অভিযোগ আছে?

তারা বলল, তিনি রাতের বেলায় কারও আহ্বানে সাড়া দেন না।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এটাও গুরুতর অভিযোগ। আর কী অভিযোগ আছে?

তারা বলল, প্রতি মাসে একদিন এমন আসে, যেদিন তিনি আমাদের সম্মুখে বের হন না।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবারও বললেন, গুরুতর অভিযোগ। আর কী অভিযোগ আছে?

তারা বলল, মাঝে মাঝে তিনি বেহুঁশ হয়ে যান।

তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগকারীদেরকে একত্র করলেন। মনে মনে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানালেন, হে আল্লাহ! যে সুধারণার আমি ভিত্তিতে সাইদকে গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করেছিলাম তা ব্যর্থ করো না।

তিনি বিচারের কাঠগড়া বানিয়ে সাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সামনেই অভিযোগকারীদের বললেন, তোমরা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করো।

তারা বলল, তিনি দুপুর হওয়ার আগে আমাদের কাছে বের হয়ে আসেন না।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এ অভিযোগের প্রেক্ষিতে তুমি কী বলবে?

সাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর কসম! এ বিষয়টি আমি তুলে ধরতে অপছন্দ করছি যে, আমার পরিবারে কোনো খাদেম নেই। তাই আমি নিজেই খামিরা বানাই, এরপর বসে থাকি। খামিরা প্রস্তুত হয়ে গেলে আমি আমার জন্য রুটি বানাই, এরপর অজু করে তাদের কাছে বের হয়ে আসি।

সোনালি যুগের গল্পগুলো

⊙ ২য় খণ্ড ⊙

মূল
ইমাম ইবনুল জাওযি রাহিমাহুল্লাহ
[মৃত্যু : ৫৯৭ হিজরি]

মাকতাবাতু ইবরাহীম

ভেতরের পাতায় যেভাবে আছে

২৫৯. এক দরবেশের গল্প ১৭

২৬০. মদিনার পথে ইবরাহিম আল খাওয়াস ১৯

২৬১. বিজন প্রান্তরে আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওফাত..... ১৯

২৬২. বুজুর্গের দোয়ার বরকতে অনাবৃষ্টির অবসান..... ২২

২৬৩. সাহল রাহিমাহুল্লাহর মূল্যবান উপদেশ.....২৩

২৬৬. জনৈক দরবেশের ইন্তেকাল ২৪

২৬৭. মৃত্যুর পূর্বে জুনায়েদ বাগদাদির দৃঢ়তা.....২৫

২৬৮. শাকিক বলখি ও ইবরাহিম ইবনু আদহামের কথোপকথন.....২৬

২৬৯. আবদুল্লাহ ইবনু আবি শাইবার মসজিদে রাত্রিযাপন ২৭

২৭০. যুবকবেশে খিজির আলাইহিস সালাম.....২৮

২৭১. আবদুল্লাহ ইবনু সালেহের ঘটনা ৩০

২৭২. যুদ্ধের সফরে আসওয়াদ ইবনু সালেম ও তার বন্ধুর ঘটনা.....৩২

২৭৩. আবদুল্লাহ ইবনু মুবারকের বদান্যতা ৩৩

২৭৪. আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক কর্তৃক জনৈক যুবকের ঋণ পরিশোধ ৩৪

২৭৫. পর্বতে তিন আল্লাহ ওয়ালার সঙ্গে জুননুন মিসরির সাক্ষাৎ ৩৬

২৭৬. মন্দকাজে বাধা দেওয়ার শিক্ষা ৩৮

২৭৭. একটি বিস্ময়কর ঘটনা ৩৯
২৭৮. খলিফা মামুনের পায়ের নিচে সাপ ৪০
২৭৯. উবায়দুল্লাহ ইবনুল হাসান ও তার বাঁদির কথোপকথন ৪১
২৮০. লাকাম পর্বতে আবু সুলায়মানের সঙ্গে জনৈক আবেদের সাক্ষাৎ..... ৪২
২৮১. কায়স ইবনু আসেমের সহনশীলতার দীক্ষা ৪৪
২৮২. আমাদের নাগাল তুমি পাবে না..... ৪৫
২৮৩. নফসের উপর আল্লাহকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রতিদান ৪৭
২৮৪. আল্লাহর যাবতীয় ফয়সালায় সন্তুষ্টি ও সম্মতি প্রসঙ্গে বিশর ইবনু হারেসের সঙ্গে জনৈক দরবেশের কথোপকথন..... ৪৮
২৮৫. বিরান প্রান্তরে মারুফ কারখির সঙ্গে জনৈক আবেদের সাক্ষাৎ..... ৪৯
২৮৬. বিচারকার্যে আবু হাযেমের দৃঢ়তা ৫১
২৮৭. আবু হাযেমের দৃঢ়তার আরও একটি দৃষ্টান্ত ৫২
২৮৮. কাজি আবু হাযেমের দিয়ত পরিশোধ ৫৪
২৮৯. আবু জাফর রাযি এবং সুফিয়ান সাওরি ৫৫
২৯০. এক সংযমী দরিদ্র দরবেশের গল্প..... ৫৯
২৯১. তাওয়াক্কুলের দাবিদার এক যুবক..... ৬০
২৯২. তাওয়াফকালে এক কিশোরীর সঙ্গে জুনায়েদ বাগদাদির সাক্ষাৎ ৬০
২৯৩. প্রশাসকের সঙ্গে বসরাবাসী আলেমদের সাক্ষাৎ..... ৬২
২৯৪. বিজন প্রান্তরে এক বৃদ্ধার মৃত্যু..... ৬৪
২৯৫. খলিফা মানসুরকে আমর ইবনু উবায়দের উপদেশ..... ৬৬
২৯৬. পিতাকে মেয়ের অসিয়ত ৭০
২৯৭. বিপদে আফফান রাহিমাহুল্লাহর দৃঢ়তা ৭২
২৯৮. খ্রিস্টান শিক্ষকের কথায় মারুফ কারখির প্রতিবাদ..... ৭২

২৯৯. খলিফা মামুনের মর্মস্পর্শী ভাষণ.....৭৪
৩০০. নিজ সন্তানের বিরুদ্ধে গিয়ে জনৈকা নিপীড়িত মহিলার পক্ষে খলিফা মামুনের ফয়সালা .৭৫
৩০১. নামাজের বরকতে গায়েবি রিজিক ৭৬
৩০২. ইবরাহিম ইবনু আদহামের মহানুভবতা ৭৮
৩০৩. কাজি আফিয়ার বিচারকের পদ থেকে অব্যাহতি.....৮১
৩০৪. আবু তুরাবের রুটি ও ডিম খাওয়ার ইচ্ছা ৮২
৩০৫. আল্লাহর কাছে কি তাদের ফিরে যেতে হবে না! ৮৩
৩০৬. তোমাদের এ ত্যাগ মহানুভবতার দৃষ্টান্ত হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে ৮৫
৩০৭. ওয়ায়েজ মানসুর ইবনু আম্মারের গল্প ৮৬
৩০৮. জনৈক হাশেমি ব্যক্তির দুর্দশা মোচন ৮৬
৩০৯. আল্লাহ যা চান, তা-ই হয় ৯০
৩১০. এক দরিদ্র লোককে মারুফ কারখির উপদেশ.....৯১
৩১১. দোয়ার বরকতে হারানো সন্তানের সন্ধান লাভ.....৯১
৩১২. আবু ইউসুফের ব্যাপারে আবু হানিফার ভবিষ্যদ্বানী.....৯২
৩১৩. ফুযায়ল ইবনু আয়াযের সোনার থলে ৯৪
৩১৪. মজলুমের বদদোয়াকে ভয় করো.....৯৫
৩১৫. স্বপ্নে ইয়াহইয়া ইবনু আকসামের দর্শন লাভ ৯৫
৩১৬. ন্যায়বিচার হলো রাজা-বাদশাদের খুঁটি এবং দ্বীনের স্তম্ভ.....৯৭
৩১৭. জুননুন মিসরির ছাত্রকে পরীক্ষা..... ৯৮
৩১৮. খলিফা হারুনুর রশিদের পুত্রদ্বয়.....১০০
৩১৯. জনৈক বাদশা ও তার পুত্রের ঘটনা ১০২
৩২০. জনৈক আবেদের সঙ্গী ইউসুফ ইবনু আসবাত ১০৬
৩২১. শাকিক বলখি ও ইবরাহিম ইবনু আদহামের কথোপকথন..... ১০৭

৩২২. বনি ইসরাঈলের এক বাদশার গল্প ১০৯
৩২৩. এক আল্লাহওয়ালা গোলাম ১১১
৩২৪. আহমদ ইবনু খুসাইব ও জনৈক আলাভী ১১৫
৩২৫. মানবদেহে জিনের বসবাস ১২২
৩২৬. কাব আহবারের মুখে বনি ইসরাঈলের এক যুবকের বিস্ময়কর ঘটনা ..১২৪
৩২৭. দুর্বল লোকদেরকে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত অলৌকিক ক্ষমতা ১২৬
৩২৮. মায়ের অবাধ্যতার ভয়াবহ পরিণাম ১৩০
৩২৯. একটি দুর্লভ ঘটনা এবং মর্মস্পর্শী উপদেশ ১৩২
৩৩০. নুবিয়ার রাজা ও উবায়দুল্লাহ ইবনু মারওয়ানের মধ্যকার ঘটে যাওয়া ঘটনা ১৩৭
৩৩১. আহমদ ইবনু হাম্বলের কাছে বিশরে হাফি-এর বোনের জিজ্ঞাসা ১৪২
৩৩২. হে ইমাম! আমাকে উদ্ধার করুন ১৪৪
৩৩৩. আল্লাহর জিকির ও সিয়াম পালনের পুরস্কার ১৪৫
৩৩৪. জনৈকা বৃদ্ধার বাড়িতে সম্রাট কিসরার আগমন ১৪৬
৩৩৫. জনৈক মুজাহিদের গল্প ১৪৮
৩৩৬. আবু হাযেমের মহামূল্যবান উপদেশ ১৫১
৩৩৭. পুত্রের মৃত্যুতে বৃদ্ধা মায়ের সবর ১৫৮
৩৩৮. পুত্রের মৃত্যুতে মায়ের সবরের আরেকটি ঘটনা ১৬০
৩৩৯. কবরের আজাব ১৬২
৩৪০. হারানো উটের খোঁজে জনৈক লোক ১৬৩
৩৪১. বাদশাহ যুলকারনাইন ও জনৈক সৎ শাসকের গল্প ১৬৪
৩৪২. অসহায়কে সাহায্য না করার পরিণাম ১৬৮
৩৪৩. বনি ইসরাঈলের জনেক বিচারকের পরিণতি ১৬৯
৩৪৪. এক সফরে ইবনু উমরের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনা ১৬৯

৩৪৬. কবরবাসীগণ জীবিতদের অবস্থা জানেন ১৭২
৩৪৭. দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও আরাম আয়েশ ক্ষণস্থায়ী ১৭৪
৩৪৮. আমি আমার হারানো হৃদয় ফিরে পেয়েছি..... ১৭৫
৩৪৯. আল্লাহর আমেলগণ বিস্ময়কর সব জিনিস প্রত্যক্ষ করতে পারেন.....১৭৭
৩৫০. ইবনুল মুবারক তাঁর হজের যাবতীয় পাথেয় দান করে দিলেন..... ১৭৮
৩৫১. বিপদাপদ মুমিনের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ..... ১৭৯
৩৫২. হারাম ভক্ষণকারীর দোয়া কবুল হয় না ১৭৯
৩৫৩. দানসদকা বিপদাপদ ও বালা-মুসিবত দূর করে.....১৮০
৩৫৪. স্বপ্নে আল্লাহর রাসুলের দর্শন লাভ..... ১৮১
৩৫৫. আহমদ ইবনু হাম্বলের দুনিয়াবিমুখতা..... ১৮২
৩৫৬. আহমদ ইবনু হাম্বলের সাক্ষাতে জনৈক নেককার যুবক.....১৮৩
৩৫৭. সালেহ মুররির উপদেশ.....১৮৫
৩৫৮. সাহাবায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণের অশুভ পরিণাম ১৮৭
৩৫৯. বনি ইসরাঈলের তিন আবেদের গল্প.....১৯০
৩৬০. খলিফা উমর ইবনু আবদুল আজিজের পরকালভীতি.....১৯১
৩৬১. ইবরাহিম ইবনু আদহাম ও তাঁর জনৈক সফরসঙ্গী..... ১৯২
৩৬২. ইবরাহিম ইবনু আদহামের বদান্যতা..... ১৯৪
৩৬৩. একজন আবেদের গল্প..... ১৯৬
৩৬৪. আমি আল্লাহর ঘরের মেহমান.....২০৩
৩৬৮. হে আল্লাহ! উমরের ভাতা যেন আমাকে আর দেখতে না হয় ২০৪
৩৬৯. আল্লাহর হুকুমে মৃত গাধা ফিরে পেল প্রাণ ২০৬
৩৭০. আল্লাহর গায়েবি মদদ ২০৭
৩৭১. মনের সব কথা আল্লাহর কাছে ব্যক্ত করো ২০৮

৩৭২. কৃপণতার অশুভ পরিণাম ২০৯
৩৭৩. দুনিয়ার বিনিময়ে দ্বীন বিক্রির পরিণাম ২১০
৩৭৪. হজ পালনেচ্ছু এক ব্যক্তির গল্প ২১২
৩৭৫. জিহাদের ময়দানে শাহাদাতপ্রত্যাশী এক যুবক ২১৬
৩৭৬. মুতার যুদ্ধে শাহাদাত লাভের পূর্বে ইবনু রাওয়াহার দৃঢ়তা ২১৮
৩৭৭. আসওয়াদ ইবনু কুলসুমের শাহাদাতের তামান্না ২১৯
৩৮৮. এক নেককার বুজুর্গ ২২১
৩৭৯. অকৃতজ্ঞতার শাস্তি ২২২
৩৮০. রিদওয়ান আসসামাকের স্বপ্ন ২২৪
৩৮১. মসজিদে অবস্থানের ফজিলত ২২৫
৩৮২. এক নেককার যুবকের উপদেশ ২২৬
৩৮৩. আবু আলি ইবনু খায়রানের কাজির পদ প্রত্যাহার ২২৭
৩৮৪. বনি উষ্বরার শায়খের কাছে আমরা হেরে গেলাম ২২৭
৩৮৫. আমরা আমাদের মেহমানদারির বিনিময় গ্রহণ করি না ২৩০
৩৮৬. প্রত্যেক আরবই আমার চেয়ে বড় দানশীল ২৩২
৩৮৭. হাতেম তাঈ-এর বদান্যতা ২৩২
৩৮৮. যার থেকে গ্রহণ করেছেন তাকেই ফিরিয়ে দিন ২৩৪
৩৮৯. খলিফা হারুনুর রশিদের দরবারে কাজি আফিয়ার দৃঢ়তা ২৩৬
৩৯০. আল্লাহই আপনার চেয়ে উত্তম তত্ত্বাবধায়ক ২৩৭
৩৯১. একজন শহিদের গল্প ২৩৮
৩৯২. জিহাদের ময়দানে তাকবির-ধ্বনি বলার প্রতিদান ২৩৯
৩৯৩. মরুপ্রান্তরে দুজন আবেদের সঙ্গে এক বুজুর্গের সাক্ষাৎ ২৪০
৩৯৪. বিশরে হাফির যিয়ারতে খলিফা মামুন ২৪২

৩৯৫. দশ যুবকের তওবা ২৪৩
৩৯৬. আবু বকর দিনওয়ারীর কার্যকরী দোয়া ২৪৪
৩৯৭. কূপের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় ঋণগ্রস্ত সেই মৃত ব্যক্তিটি ২৪৫
৩৯৮. বিশরে হাফির সাক্ষাতে ফতেহ মুসেলির আগমন ২৪৭
৩৯৯. স্বপ্নে আয়তচলোনা হুরের দর্শন ২৪৮
৪০০. এক যুবতী নারীর কাবার তাওয়াফ ২৪৯
৪০১. জুননুন মিসরির সঙ্গে তপ্ত মরুতে এক নারীর সাক্ষাৎ ২৫০
৪০২. এক মহিয়সী নারী ও তার আবেদ পুত্র ২৫২
৪০৩. জুননুন মিসরিকে এক দাসীর বিস্ময়কর উপদেশ ২৫৩
৪০৪. আমি আর কখনো কবর খনন করবো না ২৫৪
৪০৫. আরমিয়া আলাইহিস সালামের প্রতি খোদার প্রত্যাদেশ ২৫৫
৪০৬. মহব্বতের শীতলতা তীব্র উষ্ণতাকেও দূর করে দেয় ২৫৭
৪০৭. এক কাফন চোরের তওবা ২৫৭
৪০৮. কাবার তাওয়াফকালে খোদাপ্রেমী জনৈকা মহিলার সঙ্গে জুননুন মিসরির সাক্ষাৎ ২৫৮
৪০৯. আবু সুলাইমান দারানিকে জনৈক আবেদের উপদেশ ২৬০
৪১০. কবরস্থানে আবু নসরের সঙ্গে ঘটে যাওয়া অলৌকিক ঘটনা ২৬১
৪১১. খলিফা হারুনুর রশিদের প্রতি ইবনুস সাম্মাকের উপদেশ ২৬৩
৪১২. মানুষ পাঁচ শ্রেণিতে বিভক্ত ২৬৪
৪১৩. ইবরাহিম ইবনু আদহামের স্বপ্ন ২৬৫
৪১৪. স্বপ্নে জুনায়েদ বাগদাদির ইবলিসের দর্শন ২৬৬
৪১৫. জুননুন মিসরিকে জনৈক দরবেশের মর্মস্পর্শী উপদেশ ২৬৭
৪১৬. বিশর ইবনুল হারিসের ফরিয়াদ ২৬৮
৪১৭. ইবনু রাইয়ান ও জনৈক রাজমিস্ত্রি ২৬৯

৪১৮. অসহায়ের সহযোগিতায় আবুল হাসান যিয়াদি.....২৭১
৪১৯. আবুল হাসান যিয়াদির ঋণ পরিশোধ ২৭৩
৪২০. জুননুন মিসরির মূল্যবান উপদেশ ২৭৮
৪২১. মশালের আলো অন্তরের প্রশান্তি কেড়ে নিলো.....২৭৯
৪২২. কাবার গিলাফ ধরে এক গ্রাম্য ব্যক্তির করুণ আর্তনাদ.....২৮০
৪২৩. ইবলিসের ফাঁদ থেকে জনৈক দরবেশের পুরিত্রাণ লাভ ২৮১
৪২৪. স্বার্থত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত.....২৮৩
৪২৫. আবু তুরাব আন নাখশির কারামত.....২৮৪
৪২৬. মানুষ থেকে পলায়নপর এক ব্যক্তি ২৮৬
৪২৭. আতা ইবনু আবী রবাহর মর্মস্পর্শী উপদেশ.....২৮৭
৪২৮. কাজি শুরাইকের ন্যায়বিচার.....২৮৮
৪২৯. কূপের পানিতে আবুল হুসাইন ২৯১
৪৩০. সুমাইত ইবনু আজলানের নসিহত ২৯১
৪৩১. দান ও বদান্যতার মহা প্রতিদান.....২৯২
৪৩২. বনি ইসরাঈলের এক মহিলার আশ্চর্য কাহিনী.....২৯৫
৪৩৩. স্বৈরাচারী হাজ্জাজের সামনে হুতাইতের দৃঢ়তা.....২৯৯
৪৩৪. শাদ্দাদ ও তার নির্মিত ইরাম শহরের গল্প.....৩০১
৪৩৫. জিহাদে দানকারিনী এক মহিয়সী নারী.....৩০৮
৪৩৬. শহরে দুটি ত্রুটি রয়েছে.....৩০৮
৪৩৭. মৃত্যুর সময় উমরের প্রতি আবু বকরের অসিয়ত ৩১১
৪৩৮. বাদশা জুলকারনাইন ও জনৈক জ্ঞানী বৃদ্ধ.....৩১৩
৪৩৯. আমি এমন জীবন চাই যার মৃত্যু নেই.....৩১৪
৪৪০. স্বপ্নে মেয়ের কাছে মায়ের আকুতি.....৩১৫

৪৪১. মৃত্যুকালে খোদার দরবারে হাবিবের ফরিয়াদ ৩১৭
৪৪২. হজে পালনেচ্ছু জনৈকা মহিলার তাওয়াক্কুল ৩১৭
৪৪৩. খোদার মারেফত নাজাতের একমাত্র পথ ৩১৮
৪৪৪. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কবরের সামনে এক বেদুঈনের আর্তনাদ . ৩১৯
৪৪৫. আতা সুলামির ছাতু পান ৩২০
৪৪৬. বনি ইসরাঈলের জনৈক আবেদ ৩২১
৪৪৭. এক নেককার ব্যক্তির স্বপ্ন ৩২২
৪৪৮. গীবত সম্পর্কে হারেস মুহাসিবীর চমৎকার পর্যালোচনা ৩২৪
৪৪৯. দূর হও আমার সামনে থেকে ৩২৭
৪৫০. মৃত্যুর সময় সুফিয়ান সাওরির চাক্ষুস অবস্থা ৩২৯
৪৫১. মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দিমুক্তির ঘটনা ৩৩৭
৪৫২. মসজিদে নববিতে খিজির আলাইহিস সালামের আগমন ৩৪০
৪৫৩. সুলাইমান ইবনু আবদুল মালিককে জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তির উপদেশ..... ৩৪১
৪৫৪. মাকহুলের প্রতি হজরত হাসান এর চিঠি ৩৪২
৪৫৫. ইবনু শিহাব যুহরির প্রতি আবু হাযেমের উপদেশ ৩৪৪
৪৫৬. খোদাভীরু এক যুবক ৩৪৯
৪৫৭. মন্দ আচরণকারীর সঙ্গে সদাচরণ করো ৩৫০
৪৫৮. মহামারীর দিনগুলোতে অভূতপূর্ব এক ঘটনা ৩৫২
৪৫৯. মুআয ইবনু আফরার বদান্যতা ৩৫৩
৪৬০. সদকার বদৌলতে প্রাণে বেঁচে গেল এক যুবক ৩৫৩
৪৬১. সদকা বিপদমুক্তির কারণ ৩৫৬
৪৬২. উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দুনিয়া বিমুখতা ৩৫৭
৪৬৩. ইলমের বিনিময়ে দুনিয়া উপার্জনের অশুভ পরিণাম ৩৫৮

৪৬৪. উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পরকালভীতি ৩৫৯
৪৬৫. দানসদকা গুনাহকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় ৩৬১
৪৬৬. নেশা, ক্রোধ ও কার্পণ্য— তিনটি শয়তানি ফাঁদ ৩৬২
৪৬৭. আমি মানুষের ফেতনার কারণ হতে চাই না ৩৬৪
৪৬৮. পিতার মৃত্যুর পর এক যুবকের তওবা ৩৬৫
৪৬৯. উমর বিন আবদুল আজিজের মহানুভবতা ৩৬৬
৪৭০. গ্রীষ্মের তাপদাহে রোজা রাখার প্রতিদান ৩৬৮
৪৭১. স্বপ্নে জনৈক মুজাহিদের হুর দর্শন ৩৬৯
৪৭২. স্বপ্নে মৃতব্যক্তির অসিয়ত ৩৭০
৪৭৩. পাপ-সমুদ্র থেকে তাওবাকারী বাদশাহ ৩৭৩
৪৭৪. গহীন মরুভূমিতে জিনের উপকারের প্রতিদান ৩৭৫
৪৭৫. উপকার বিফলে যায় না ৩৭৬
৪৭৬. নিজে না খেয়ে অন্যকে খাওয়ানোর মহা প্রতিদান ৩৭৮
৪৭৭. সাত দোয়ার ফযিলত ৩৭৯
৪৭৮. আল্লাহর ন্যায়বিচার ৩৮১
৪৭৯. স্বপ্নে মা ও ছেলের কথোপকথন ৩৮২
৪৮০. আঙ্গুর বাগানে জনৈক মুজাহিদের হুরের দর্শন ৩৮৩
৪৮১. তিন ভাইয়ের কবরজগতের চিত্তাকর্ষক গল্প ৩৮৪
৪৮২. আল্লাহর পাগল নুমাইর ৩৯১
৪৮৩. দাউদ আলাইহিস সালাম বেহুঁশ হয়ে গেলেন ৩৯৪
৪৮৪. হাতেম আল আসামের বিস্ময়কর নামাজ ৩৯৫
৪৮৫. খলিফা হারুনুর রশিদের গুপ্ত কথা ৩৯৬
৪৮৬. লোকমান হাবশির বদৌলতে পুরো গ্রাম পেল হেদায়াতের দিশা ৩৯৮

৪৮৭. উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সততা..... ৪০০
৪৮৮. মুনিবের প্রতি বিশ্বস্ত কুকুর..... ৪০১
৪৮৯. মুনিবের জন্য আত্মোৎসর্গকারী এক বিরল কুকুর..... ৪০২
৪৯০. মুনিবকে বিপদ থেকে উদ্ধারকারী এক বিশ্বস্ত কুকুর..... ৪০৪
৪৯১. সম্পদ সঞ্চয় ও তার ব্যয় সম্পর্কে হাসানের উপদেশ..... ৪০৬
৪৯২. উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ন্যায়বিচার..... ৪০৮
৪৯৩. কিসরার মূল্যবান ব্যবহার্য সামগ্রীর প্রতি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অনীহা ও খোদাভীতি..... ৪১০
৪৯৪. শাসক তার সকল প্রজাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে..... ৪১১
৪৯৫. এক পাপিষ্ঠ ও এক মুমিন ব্যক্তির সঙ্গে মালাকুল মউতের আচরণ..... ৪১২
৪৯৬. উমর ফারুকের মহানুভবতা..... ৪১৫
৪৯৭. খলিফা মনসুরের ন্যায়বিচার..... ৪১৮
৪৯৮. উদারতার পুরস্কার..... ৪১৯
৪৯৯. উমর ইবনু আবদুল আজিজের দরবারে রোমান দূতদের আগমন..... ৪২০
৫০০. মাখলুকের প্রেমে মত্ত হওয়ার পরিণাম..... ৪২১
৫০১. আবু আবদুল্লাহর দুনিয়া বিমুখতা..... ৪২৪
৫০২. অতিথিপরায়ণ যুবক ও তার আবেদা বোনের গল্প..... ৪২৯
৫০৩. এক নিপীড়িত ব্যবসায়ী ও দর্জির গল্প..... ৪৩১
৫০৪. ছিনতাইকারীদেরকে খলিফা মুতাযিদ বিল্লাহর শাস্তি..... ৪৩৭
৫০৫. মৃত্যুকালে আহমদ ইবনু খাযরাওয়াইহর কারামত..... ৪৪০
৫০৬. স্বপ্নযোগে সাররি সাকতির আল্লাহকে দর্শন..... ৪৪১
৫০৭. নিজের যাবতীয় প্রয়োজন আল্লাহর কাছে তুলে ধরো..... ৪৪২
৫০৮. দরবেশ এনথোনিয়াস..... ৪৪৩

২৫৯. এক দরবেশের গল্প

হারেস আল আওলাসি বলেন, কোনো এক বছরের মাঝখানে আমি মক্কা থেকে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। চলতে চলতে এক জায়গায় গিয়ে দেখলাম, তিনজন লোক কোনো এক বিষয়ে আলোচনা করছে। আমি তাদের দিকে এগিয়ে গেলাম এবং সালাম বিনিময়ের পর বললাম, আমি কি আপনাদের সঙ্গে চলতে পারি?

তারা বললো, আপনার যা ইচ্ছা।

অনুমতি পেয়ে আমি তাদের সঙ্গে পথ চলতে লাগলাম। কিছুদূর গিয়ে আমি এবং তাদের মধ্য থেকে একজন ব্যতীত বাকি সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আমার সঙ্গে থেকে যাওয়া লোকটি আমাকে জিজ্ঞেস করলো, যুবক! তোমার গন্তব্য কোথায়?

—আমার গন্তব্য সিরিয়া।

—আমার গন্তব্য 'লাকাম' পর্বত (সিরিয়ার একটি পর্বতের নাম) । চলো তবে একসঙ্গে যাওয়া যাক।

লোকটির নাম ছিল ইবরাহিম ইবনু সাদ আলাভী।

আমরা কয়েকদিন একসঙ্গে পথ চললাম। অবশেষে একসময় আমরাও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম এবং আমি আওলাস নগরীতে পৌঁছলাম।

একদিনের ঘটনা, আমি সমুদ্র ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বের হলাম। হঠাৎ একটি দৃশ্য দেখে আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। দেখলাম, সমুদ্রের পানির উপর ভেসে ভেসে এক লোক নগ্ন পায়ে নামাজ আদায় করছে। এ দৃশ্য দেখে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম। লোকটির প্রতি আমার ভীষণ ভক্তি জেগে উঠলো।

এদিকে লোকটি আমার আগমন টের পেয়ে তাড়াহুড়া করে নামাজ শেষ করে আমার দিকে ফিরে তাকালো। আমি বিস্ময়ভরা চোখে দেখলাম, লোকটি আর কেউ নন; এ যে আমার সেই সফরসঙ্গী ইবরাহিম ইবনু সাদ আলাভী। তাকে দেখে আমি তৎক্ষণাৎ চিনে ফেললাম।

তিনি আমাকে বললেন, 'তিনদিন তুমি আমার দৃষ্টির আড়ালে থাকো। এরপর তুমি আমার কাছে এসো।' তার কথামতো আমি তা-ই করলাম। তিনদিন পর আমি সেখানে গিয়ে এবারও তাকে সমুদ্রপৃষ্ঠে নামাজরত অবস্থায় পেলাম। আমার আগমন টের পেয়ে এবারও তিনি নামাজ সংক্ষিপ্ত করলেন। নামাজ শেষে তিনি আমার হাত ধরে আমাকে সমুদ্রের উপর দাঁড় করালেন এবং মুখে বিড়বিড় করে কী যেন পড়তে লাগলেন। আমি তখন মনে মনে বললাম, এখন তিনি যদি পানির উপর দিয়ে হাঁটেন, তবে আমিও তাঁর সঙ্গে হাঁটবো।

একথা ভাবতে না ভাবতেই দেখলাম, বিশালাকৃতির দুটি সাপ সমুদ্রের মধ্য থেকে বের হয়ে আমাদের দিকে তাকালো। এরপর পানি থেকে মাথা উঠিয়ে মুখ হা করে তীব্র বেগে আমাদের দিকে আসতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর অনুভব করলাম, আমি সমুদ্রপৃষ্ঠে তলিয়ে যাচ্ছি।

ইবরাহিম ইবনু সাদ সেখান থেকে আমাকে উদ্ধার করে বললেন, তুমি এখনও এ কাজের (সমুদ্রপৃষ্ঠে হাঁটার) যোগ্য নও। তোমার এখন কর্তব্য হলো, লাগাতার রোযা রাখবে এবং পাহাড়ে গিয়ে একাকী ইবাদত-বন্দেগি করবে এবং যথাসম্ভব নিজেকে মানুষের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখবে, যেন কোনোকিছু তোমাকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ রাখতে না পারে। আর তোমার আরেকটি কর্তব্য হলো, দুনিয়াতে যথাসম্ভব অল্পেতুষ্টির অভ্যাস গড়ে তুলবে এবং এ অভ্যাস যেন তোমার মৃত্যু অবধি অব্যাহত থাকে।

এসব উপদেশ দিয়ে তিনি আমার দৃষ্টিসীমার আড়ালে চলে গেলেন।

২৬০. মদিনার পথে ইবরাহিম আল খাওয়াস

ইবরাহিম আল খাওয়াস বর্ণনা করেন, একদিন আমি পানিশূন্য এক ভূমিতে চলছিলাম। পানির তৃষ্ণা তখন আমাকে ভীষণভাবে পেয়ে বসলো। কোথাও পানি না পেয়ে পিপাসায় একসময় আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। হঠাৎ কোথা থেকে যেন একফোঁটা পানি এসে আমার মুখের উপর পড়লো। আমি মুখে সেই পানির শীতলতা অনুভব করলাম। এতে আমার ক্লান্তি কিছুটা লাঘব হলে আমি চোখ খুললাম। তখন ধূসরবর্ণের একটি ঘোড়ার উপর অত্যন্ত সুশ্রী মুখমণ্ডলবিশিষ্ট এক লোককে দেখলাম। ইতঃপূর্বে এমন সুন্দর গড়নবিশিষ্ট কোনো মানুষ আমার চোখে পড়েনি। তার পরনে ছিল সবুজ রঙের পোশাক, মাথায় ছিল হলুদ রঙের একটি পাগড়ি এবং হাতে ছিল একটি পানির মটকা।

সেই মটকাটি থেকে তিনি আমাকে পানি পান করালেন, এরপর বললেন, আমার পেছনে আরোহণ করো। আমি তার কথামতো তার পেছনে চড়ে বসলাম।

এরপর তিনি আমাকে নিয়ে চলতে আরম্ভ করলেন। কিছুক্ষণ পর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এখন তুমি কী দেখতে পাচ্ছো?

—মদিনা।

—এখন তাহলে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ো। তুমি যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওজা মুবারক যিয়ারত করবে, তখন তাঁকে আমার সালাম জানাবে এবং বলবে, 'রিদওয়ান ফেরেশতা আপনাকে সালাম জানিয়েছেন।'[১]

২৬১. বিজন প্রান্তরে আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওফাত

উম্মে যর রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে আমি খুব কাঁদলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, উম্মে যর! তুমি কাঁদছো কেন?

[১] এ ঘটনাটি সুফিদের বানোয়াটি কল্পকাহিনির অন্তর্ভুক্ত।

আমি বললাম, কেনই বা কাঁদবো না? এই বিজন প্রান্তরে আমাদের সাহায্য করার মতো কেউ নেই। এছাড়া আমার কাছে কিংবা আপনার কাছে এমন কোনো কাপড়ও নেই যা আপনার কাফনের জন্য যথেষ্ট হবে।

আবু যর বললেন, কেঁদো না। চিন্তার কোনো কারণ নেই; বরং তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো। কারণ আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'যখন কোনো মুসলমানের দুজন কিংবা তিনজন সন্তান মারা যায় আর সে সওয়াবের আশায় ধৈর্যধারণ করে, জাহান্নামের আগুন তাকে স্পর্শ করবে না।'[২]

আমি তাকে আরও বলতে শুনেছি, 'তোমাদের মধ্যে এখানকার একজনের মৃত্যু হবে নির্জন মরুভূমিতে। কিন্তু তার মৃত্যুর সময় মুমিনদের একটি দল সেখানে উপস্থিত হবে।'[৩]

আমি নিশ্চিত সে ব্যক্তিটি আমিই, কারণ সেদিন আমরা যারা সেখানে উপস্থিত ছিলাম তাদের সবাই মৃত্যুবরণ করেছেন। কেবল আমিই বাকি আছি। তুমি পথের দিকে খেয়াল রাখো। নিশ্চয় আমিও মিথ্যা বলছি না; আল্লাহর রাসুলও মিথ্যা বলেননি।

উম্মে যর বলেন, আমি তখন বললাম, মুমিনদের দল এখানে কীভাবে উপস্থিত হবে? হাজিদের কাফেলা তো চলে গেছে, পথটিও অপ্রচলিত। ব্যাবসায়িক কোনো কাফেলা আসারও কোনো সম্ভাবনা নেই।

তিনি বললেন, তুমি পথের দিকে খেয়াল রেখো।

উম্মে যর বলেন, তার কথামতো আমি কোনো কাফেলার আগমনের অপেক্ষায় পথের দিকে লক্ষ রাখছিলাম। অবশেষে দূরে দেখা গেল ধুলোর ঝড় তুলে একদল লোক এদিকেই আসছে। তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আমি একটি কাপড় মাথার উপর তুলে নাড়াতে লাগলাম। ইশারা দেখে দ্রুত কাফেলাটি আমার কাছে উপস্থিত হয়ে জানতে চাইলো, আল্লাহর বান্দি! কী প্রয়োজন তোমার? এ বিজন প্রান্তরে তুমি একাকী কী করছো?

—এ নির্জন মরুভূমিতে আল্লাহর এক বান্দা মৃত্যুর প্রহর গুণছে। আপনাদের কাছে অনুরোধ, তার মৃত্যুর পর দাফন কাফনের ব্যবস্থা করে তারপর আপনারা যাবেন।

---

[২] মুসনাদে আহমদ

[৩] তাবাকাতে ইবনে সাদ, সহিহ ইবনে হিব্বান, মুসতাদরাকে হাকেম।

—কে সেই লোক?

—আবু যর।

—আল্লাহর রাসুলের সাহাবি আবু যর?

—হ্যাঁ, তিনিই আল্লাহর রাসুলের সাহাবি আবু যর।

—আমাদের পিতা মাতা তার জন্য কুরবান হোক!

একথা বলে দ্রুত তারা আবু যরের কাছে গিয়ে তাকে সালাম করলেন। আবু যরও তাদের অভিবাদন জানালেন এবং আমাকে যা বলেছিলেন, একই কথা তাদেরকেও বললেন, 'আপনারা সুসংবাদ গ্রহণ করুন। কারণ আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, "যখন কোনো মুসলমানের দুজন কিংবা তিনজন সন্তান মারা যায় আর সে সওয়াবের আশায় ধৈর্যধারণ করে, জাহান্নামের আগুন তাকে স্পর্শ করবে না।"

আমি তাকে আরও বলতে শুনেছি, "তোমাদের মধ্যে এখানকার একজনের মৃত্যু হবে নির্জন মরুভূমিতে। কিন্তু তার মৃত্যুর সময় মুমিনদের একটি দল সেখানে উপস্থিত হবে।"

আমি নিশ্চিত সে ব্যক্তিটি আমিই, কারণ সেদিন আমরা যারা সেখানে উপস্থিত ছিলাম তাদের সবাই মৃত্যুবরণ করেছেন। কেবল আমিই বাকি আছি। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমিও মিথ্যা বলছি না এবং আল্লাহর রাসুলও মিথ্যা বলতে পারেন না। যদি আমার কাছে কিংবা আমার স্ত্রীর কাছে আমার কাফনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ কাপড় থাকতো, তবে তা দিয়েই আমি নিজের কাফনের ব্যবস্থা করে যেতাম। কিন্তু এ পরিমাণ কাপড়ও আমাদের কাছে না থাকায় আমার আপনাদের সাহায্যের প্রয়োজন। তবে মনে রাখবেন, আপনাদের মধ্যে যদি শাসক, জিম্মাদার ও দায়িত্বশীল কেউ থেকে থাকে, তবে সে যেন আমার কাফনের জন্য কাপড় না দেয়।

দেখা গেল, জনৈক আনসারি লোক ব্যতীত এমন কাউকেই পাওয়া গেল না, যার মধ্যে উপরিউক্ত গুণাবলির কোনোটিই বিদ্যমান নেই। সেই আনসাসী সাহাবি বললেন, আমি আমার গায়ে দেওয়া এ চাদর এবং আমার কাছে থাকা আমার আম্মার হাতে সেলাইকৃত দুটি কাপড় দিয়ে আপনার কাফনের ব্যবস্থা করবো।

আবু যর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, আচ্ছা, তবে তুমিই আমার কাফনের কাপড় দিবে।

অতঃপর তিনি ইন্তেকাল করলে এই আনসারি লোকটিই তার কাফনের ব্যবস্থা করলেন এবং উপস্থিত সকলকে সঙ্গে নিয়ে তার দাফনকার্য সম্পন্ন করলেন।

২৬২. বুজুর্গের দোয়ার বরকতে অনাবৃষ্টির অবসান

কাব রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, হজরত মুসা আলাইস সালামের যুগে একবার বনি ইসরাঈলের মধ্যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি দেখা দিলে লোকেরা মুসা আলাইহিস সালামের কাছে এসে নিবেদন করলো, হে আল্লাহর নবি! অনাবৃষ্টির কারণে দেশের মানুষ ও জীব-জন্তুগুলো খুব কষ্ট পাচ্ছে। আপনি আল্লাহর দরবারে বৃষ্টির জন্য দোয়া করুন।

মুসা আলাইহিস সালাম তাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ে আল্লাহর কাছে বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেন। কিন্তু বৃষ্টি তো হলোই না; বরং আকাশ পূর্বাপেক্ষা আরও পরিষ্কার হয়ে গেল। মুসা আলাইহিস সালাম তখন ঘোষণা করলেন, তোমাদের মধ্যে যারা জীবনে একটি গুনাহ হলেও করেছো, তারা এখান থেকে চলে যাও।

এ ঘোষণা শুনে অর্ধেকের চেয়েও বেশি মানুষ সেখান থেকে চলে গেল। মুসা আলাইহিস সালাম তখন বাকিদের নিয়ে বৃষ্টির জন্য আবার দোয়া করলেন; কিন্তু এবারও বৃষ্টির কোনো দেখা পাওয়া গেল না।

মুসা আলাইহিস সালাম দ্বিতীয়বার ঘোষণা দিয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন লোক এখনও রয়ে গেছে, যারা জীবনে একটি হলেও গুনাহ করেছো। কাজেই এমন যারা রয়েছো, তারা এখান থেকে চলে যাও।

দ্বিতীয় এ ঘোষণা শুনে একজন কানা (একচোখ বিশিষ্ট) লোক ব্যতীত বাকি সবাই চলে গেল। তার নাম ছিল বুরখ। অবাক হয়ে মুসা আলাইহিস সালাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আমার ঘোষণা শুনোনি?

—হ্যাঁ, শুনেছি।

—তাহলে কি তুমি সারাজীবনে একটি গুনাহও করোনি!?

—আমার এমন কোনো গুনাহের কথা স্মরণে আসছে না। তবে একটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে, যদি সেটা গুনাহের কাজ হয়ে থাকে তাহলে আমি ফিরে যাচ্ছি।

—কী সেই ঘটনা?

—একবার আমি এক রাস্তা ধরে চলছিলাম। হঠাৎ সেখানে একটি দরজা খোলা কামরার প্রতি আমার চোখ পড়ে যায়। তখন কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেই কামরায় থাকা এক লোকের উপর আমার যে চোখটি নষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, সেই চোখটির নজর পড়ে। এ চোখের উপর আমার তখন ভীষণ রাগ হলো। তাই আমি চোখটিকে উদ্দেশ্য করে বললাম, 'কোন সাহসে আমার সামনে তুই অন্যায় দৃষ্টি দিতে পারলি! তুই আর আমার সঙ্গে থাকার উপযুক্ত নয়।' একথা বলে আমি নিজের আঙুল দিয়ে চোখটি উপড়ে ফেললাম। হে আল্লাহর নবি মুসা! আমার এ কাজটি যদি পাপ হয়ে থাকে, তবে আমি চলে যাচ্ছি।

মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, বুরখ! নিঃসন্দেহে এটা কোনো গুনাহের কাজ নয়। তুমিই বরং আল্লাহর কাছে বৃষ্টির জন্য দোয়া করো। আল্লাহ তোমার দোয়া নিশ্চয় কবুল করবেন।

বুরখ তখন দোয়া আরম্ভ করলেন, ওহে মহাপবিত্র সত্তা আল্লাহ! আপনার ভাণ্ডারের তো কোনো শেষ নেই, তা কখনো ফুরাবার নয়। আর আপনি কৃপণতা করবেন– এমনটিও কল্পনা করা যায় না। আমাদের কষ্ট ও প্রয়োজনের কথাও নিশ্চয় আপনি জানেন। অতএব অতিদ্রুত বৃষ্টি দিয়ে আমাদের সিক্ত করুন।

বর্ণনাকারী বলেন, এ দোয়ার সঙ্গে সঙ্গে এত বেশি পরিমাণে বৃষ্টিপাত হলো যে, রাস্তাঘাট সব কর্দমাক্ত হয়ে গেল।

২৬৩. সাহল রাহিমাহুল্লাহর মূল্যবান উপদেশ

উমর ইবনু ওয়াসেল বর্ণনা করেন, একবার সাহল রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হলো, কেউ যদি বলে, এক লোক সকালে থাকে বসরায় আর রাতে থাকে মক্কায়, তাহলে তার একথাটি কি যৌক্তিক ও সঠিক হতে পারে?

তিনি বললেন, হ্যাঁ, হতে পারে। কারণ আল্লাহর এমন কিছু বান্দা রয়েছেন, যারা ঘুমানোর সময় এক কাতে ঘুমান, আর মনে মনে ইচ্ছা করেন, মিশর কিংবা (তাদের ইচ্ছানুযায়ী) যেকোনো শহরে যেন আমার পরবর্তী কাত হয়। বাস্তবেও তা-ই হয়।[৪]

[৪] অর্থাৎ, তারা তাদের ইচ্ছামতো একস্থান থেকে আরেক স্থানে অবাধ বিচরণ করতে পারেন। –অনুবাদক

সাহল রাহিমাহুল্লাহ একথা বলে কিছুক্ষণ চুপ রইলেন। এরপর বললেন, দুনিয়াতেও তো আমরা দেখতে পাই, রাজা বাদশাদের ঘনিষ্ঠ এবং কাছের এমন কিছু মন্ত্রী ও প্রতিনিধি থাকেন, যারা বাদশার জন্য কল্যাণকামী এবং সত্যবাদিতা ও পরিশুদ্ধ নিয়তের গুণের অধিকারী হয়। ফলে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ও বিশ্বাস করে বাদশাগণ সাম্রাজ্যের ধনভাণ্ডারের চাবি তাদেরকে দিয়ে বলেন, 'তোমাদের যা ইচ্ছা, করো।' ফলে তারা বাদশার ধনভাণ্ডারে ইচ্ছামতো হস্তক্ষেপ করতে পারেন।

ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহর কোনো বান্দা যখন তাঁর আদেশ-নিষেধ পরিপূর্ণভাবে মেনে চলে এবং তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য যা যা প্রয়োজন তা ঠিকঠাকভাবে পালন করে, তখন আল্লাহও তাদেরকে পুরো পৃথিবীর যেখানে ইচ্ছা সেখানে যথেচ্ছা বিচরণের স্বাধীনতা দিয়ে দেন।

এরপর সাহল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, দুনিয়া তোমাদের থেকে চলে যাচ্ছে আর তোমরা ধীরে ধীরে পরকালের দিকে ধাবিত হচ্ছো, অথচ এরপরও তোমরা উদাসীন। অতএব সময় থাকতে (উদাসীনতার) এ ঘুম থেকে জেগে উঠো।[৫]

২৬৬. জনৈক দরবেশের ইন্তেকাল

আবু বকর কাত্তানিসহ একদল মাশায়েখ বর্ণনা করেন, আবু জাফর দিনওয়ারি রাহিমাহুল্লাহর এক ভাই সিরিয়ায় বসবাস করতেন। তার অভ্যাস ছিল, তিনি কোনো গ্রাম কিংবা শহরে গেলে একদিন একরাতের বেশি সেখানে অবস্থান করতেন না।

একবার তিনি এক গ্রামে গিয়ে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এ রোগ নিয়ে তিনি সেখানে সাতদিন কাটিয়ে দিলেন। এ সময়ের মধ্যে তাকে খাদ্য ও পানীয় দেওয়ার মতো কেউ ছিলো না, এমনকি কেউ তার সঙ্গে কথাও বললো না। এভাবে সাতদিন অসুস্থতার তীব্র যাতনা ভোগ করে অবশেষে তিনি ইন্তেকাল করলেন।

অষ্টম দিন সকালে গ্রামবাসী দেখলো, তিনি মরে পড়ে আছেন। ফলে তারা তাকে গোসল করালো, কাফনের কাপড় পরালো এবং তার জানাযা আদায় করে

[৫] ২৬৪ এবং ২৬৫, এ গল্প দুটি মূল বইয়ে পাওয়া যায়নি। তাই আমরাও অনুবাদে বাদ দিতে বাধ্য হয়েছি।

দাফনের উদ্দেশ্যে কবরস্থানে নিয়ে গেল। তখন তারা দেখলো, বিভিন্ন গ্রাম থেকে লোকেরা লোকটির মৃতদেহের কাছে এসে জড়ো হচ্ছে।

গ্রামবাসী অবাক হয়ে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তার বললো, আজ সকালে আমরা কাকে যেন চিৎকার করে ঘোষণা করতে শুনলাম, 'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহর কোনো ওলির জানাযায় শরিক হতে ইচ্ছুক, তারা যেন অমুক গ্রামে চলে যায়।' ঘোষকের এই ঘোষণা শুনেই আমরা এখানে এসেছি।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর সকলে মিলে পুনরায় লোকটির জানাযা আদায় করলো এবং জানাযা শেষে দাফন করে দিলো।

পরদিন সকালে সেই গ্রামবাসী লক্ষ করলো, যে কাফনের কাপড় ও সুগন্ধি দিয়ে তারা লোকটিকে দাফন করেছিল, সে কাপড় ও সুগন্ধি তাদের মসজিদের মেহরাবের উপর পড়ে আছে। আর তার সঙ্গে এক টুকরা কাগজও রয়েছে। কাগজটিতে লেখা ছিল—

"তোমাদের এই কাফনের কাপড়ের প্রয়োজন আমাদের নেই। তোমাদের মাঝে আল্লাহর একজন ওলি অসুস্থ হয়ে সাতদিন অবস্থান করলেন, অথচ তোমরা তাকে দেখতে গেলে না, তার রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা করলে না, তাকে পানাহার করালে না, এমনকি তার সঙ্গে কথাও বললে না!?"

ঘটনাটির বর্ণনাকারী আবু বকর কাত্তানি বলেন, এ ঘটনার পর সেই গ্রামবাসী অতিথিদের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করে, যেন অতিথিবৃন্দ সেখানে এসে স্বাচ্ছন্দে অবস্থান করতে পারেন।

২৬৭. মৃত্যুর পূর্বে জুনায়েদ বাগদাদির দৃঢ়তা

আবু বকর আত্তার রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, আমি এবং আমার কয়েকজন সঙ্গী মিলে জুনায়েদ বাগদাদি রাহিমাহুল্লাহর মৃত্যুর সময় তার কাছে উপস্থিত হলাম। গিয়ে দেখলাম, তিনি বসে বসে নামাজ আদায় করছেন এবং রুকু সিজদা করার সময় প্রয়োজন অনুপাতে পা ভাঁজ করছেন। পা ভাঁজ করে রাখতে তখন তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। এরপরও তিনি জোর করে এমনটি করছিলেন। একপর্যায়ে তার পা দুটি অকেজো হয়ে গেল। নড়াচড়া করার শক্তিও আর পায়ে অবশিষ্ট

রইলো না। তার পা দুটি তখন ফুলে উঠেছিল। এ অবস্থায়ই তিনি পা দুটিকে ছড়িয়ে দিলেন। সেখানে উপস্থিত তারই এক বন্ধু এ দৃশ্য দেখে বলে উঠলেন, আবুল কাসিম! কেন আপনি এত কষ্ট করছেন!?

জুনায়েদ বাগদাদি রাহিমাহুল্লাহ বললেন, আমি বসে নামাজ আদায় করতে পারছি, পা ভাঁজ করতে পারছি, নিঃসন্দেহে এগুলো আল্লাহর নেয়ামত। কাজেই যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ থাকবে, আমি চেষ্টা করে যাবো। আল্লাহু আকবার!

এরপর তিনি যখন নামাজ পুরোপুরিভাবে শেষ করলেন, তখন আবু মুহাম্মদ হারিরি তাকে বললেন, আবুল কাসিম! যদি আপনি কষ্ট করে না বসে চিৎ হয়ে শুয়ে ইশারায় নামাজ আদায় করতেন, তাহলে আপনার কষ্ট কিছুটা কম হতো।

উত্তরে তিনি বললেন, আবু মুহাম্মদ! শুনে রাখো, এসময়টুকুর জন্যও আমাকে আল্লাহর কাছে হিসাব দিতে হবে। (অতএব, শক্তি থাকার পরও যদি আমি ইশারায় নামাজ আদায় করি, তবে আল্লাহর কাছে আমি কী জবাব দিবো?) আল্লাহু আকবার!

অতঃপর মৃত্যু পর্যন্ত এ-ই ছিলো তার অবস্থা।

২৬৮. শাকিক বলখি ও ইবরাহিম ইবনু আদহামের কথোপকথন

হুযায়ফা আল মারাশী বর্ণনা করেন, একবার শাকিক বলখি রাহিমাহুল্লাহ মক্কায় আগমন করলেন। ইবরাহিম ইবনু আদহাম রাহিমাহুল্লাহও তখন মক্কায় ছিলেন। লোকেরা তখন একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলো, শাকিক বলখি ও ইবরাহিম ইবনু আদহামকে নিয়ে একটি সভা আয়োজিত হবে, যেখানে তারা উভয়ই পরস্পর মতবিনিময় করবেন।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক মসজিদুল হারামে তারা উভয়ে একত্র হলেন। ইবরাহিম ইবনু আদহাম তখন শাকিক বলখিকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের রীতিনীতি কীসের উপর প্রতিষ্ঠিত?

শাকিক: আমাদের নীতি হলো, আমরা রিজিকপ্রাপ্ত হলে খাই, আর রিজিকের ব্যবস্থা না হলে ধৈর্য ধারণ করি।

ইবরাহিম: বলখের কুকুরগুলোরও তো তাহলে একই রীতি। কারণ তারাও খাবার পেলে খায়, আর না পেলে ধৈর্য ধরে থাকে।

শাকিক: এবার তাহলে বলুন, আপনাদের রীতিনীতি কীসের উপর প্রতিষ্ঠিত?

ইবরাহিম: আমাদের নীতি হলো, আমাদের সামনে যখন খাবার আসে তখন আমরা নিজেরা না খেয়ে অন্যদেরকে প্রাধান্য দেই, আর যখন খাবার না পাই তখন আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

একথা শুনে শাকিক বলখি নিজের জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ইবরাহিম ইবনু আদহামের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বললেন, আবু ইসহাক! এখন থেকে আপনি আমাদের উস্তাদ, আর আমরা আপনার শাগরেদ।

২৬৯. আবদুল্লাহ ইবনু আবি শাইবার মসজিদে রাত্রিযাপন

আবু আবদুল্লাহ ইবনু আবি শায়বা বর্ণনা করেন, একদিন আমি বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করছিলাম। সে সময়টায় আমি মসজিদে রাত্রিযাপন করতে খুব পছন্দ করতাম। কিন্তু সেখানে সহসা আমাকে রাত্রিযাপনের অনুমতি দেওয়া হতো না।

একদিনের ঘটনা, আমি মসজিদের বারান্দায় একটি খুঁটি দেখতে পেলাম। মনে মনে ভাবলাম, 'এর পেছনে লুকিয়ে থাকলে কেউ আমাকে দেখতে পাবে না। পরবর্তীতে সকল মুসল্লিগণ চলে গেলে আমি মসজিদে রাত্রিযাপন করবো।'

পরিকল্পনামতো আমি ইমামের পেছনে ইশার নামাজ আদায় করে সেই খুঁটির পেছনে লুকিয়ে গেলাম। অতঃপর মসজিদের সকল মুসল্লি বিদায় নিলে আমি খুঁটির পেছন থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। এরপর মসজিদের দরজা বন্ধের আওয়াজ আমার কানে এলে মেহরাবের প্রতি আমার নজর পড়ে। বিস্ফারিত নেত্রে আমি দেখলাম, মেহরাবটি ফেঁটে গেল এবং সেখান দিয়ে একজন দুজন করে মোট সাতজন লোক প্রবেশ করলো। এরপর তারা সারিবদ্ধ হয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে গেল।

এ দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে আমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লাম। এদিক সেদিক একপা নাড়ানোর ক্ষমতাও আমার বাকি রইলো না। ফলে সুবহে সাদিক উদিত হওয়া পর্যন্ত একভাবেই আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। অতঃপর ফজরের সময় হয়ে

গেলে ওই লোকগুলো যেখান দিয়ে প্রবেশ করেছিলো, সেখান দিয়েই আবার ফিরে চলে গেল।[৬]

২৭০. যুবকবেশে খিজির আলাইহিস সালাম

শাকিক ইবনু ইবরাহিম বর্ণনা করেন, একরাতে আমি মক্কায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্মস্থানের নিকটে ইবরাহিম ইবনু আদহামকে দেখতে পেলাম। তিনি তখন একা একা পথের ধারে বসে কাঁদছিলেন। আমি তখন গিয়ে তার পাশে বসে জিজ্ঞেস করলাম, আবু ইসহাক! এ পূণ্যভূমিতে বসে কান্না করছেন কেন?

তিনি বললেন, 'খায়র।' একথা বলে তিনি আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইলেন।

অতঃপর আমি অন্যত্র চলে গেলাম এবং ঘুরে ঘুরে দুই তিনবার সেখানে এসে তাকে একই অবস্থায় কান্নারত দেখলাম। শেষবার তিনি আমাকে বললেন, শাকিক! আগে আমাকে বলুন, আমি যদি আপনাকে সবকিছু খুলে বলি, তবে আপনি তা সবার কাছে প্রচার করবেন নাকি নিজের মধ্যেই রাখবেন?

আমি বললাম, আপনি যা বলবেন, আমি তা-ই করবো।

আমার কথায় আশ্বস্ত হয়ে তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, দীর্ঘ ত্রিশবছর যাবত আমার মন সিকবাজ (গোশত ও সিরকা দ্বারা তৈরি একপ্রকার ঝোল) খাওয়ার জন্য ছটফট করে যাচ্ছিলো। আমি বহু কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে যাচ্ছিলাম। কিন্তু গতরাতে আমার সঙ্গে এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে। আমি বসে ছিলাম, এ অবস্থায় আমার কিছুটা তন্দ্রাভাব চলে আসে। তখন আমার মনে হলো, এক যুবক একটি সবুজ রঙের পাত্র হাতে আমার কাছে আগমন করলেন। পাত্রটি থেকে তখন সিকবাজের ভাপ ও সুঘ্রাণ ভেসে আসছিলো। যুবকটি আমার কাছে এসে বললেন, ইবরাহিম! এখান থেকে আপনার ইচ্ছেমতো খেতে শুরু করুন।

আমি বললাম, যে জিনিসকে আমি আল্লাহর জন্য বর্জন করেছি, তা খাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

---

[৬] এ ঘটনাটি সুফিদের বানোয়াট কল্পকাহিনির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, এ ঘটনার বর্ণনাকারীর মতিভ্রম হয়েছিল। তাই তিনি এমন অতিপ্রাকৃত কিছু দেখেছেন। একজন সচেতন পাঠকের কাছে এ ঘটনার জাল ও বানোয়াট হওয়ার বিষয়টি অস্পষ্ট থাকার কথা নয়।

তিনি বললেন, যদি স্বয়ং আল্লাহ আপনাকে খাওয়ান, তবুও কি আপনি খাবেন না?

তার একথার কোনো উত্তর আমার কাছে ছিলো না; দুচোখ ছাপিয়ে শুধু অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

আমাকে কাঁদতে দেখে তিনি বললেন, আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন! নিন এবার কান্না থামিয়ে খেতে শুরু করুন।

আমি বললাম, কোনো খাবার আমাদের সামনে এলে, সেটা কোথা থেকে এসেছে তা না জেনে আমাদের সেই খাবার খেতে নিষেধ করা হয়েছে।

তিনি বললেন, শুনুন তাহলে, এই খাবার আমার কাছে দিয়ে আমাকে বলা হলো, 'হে খিজির! আপনি এ খাবারগুলো নিয়ে ইবরাহিমের কাছে যান। এরপর এর দ্বারা তার নফসকে পরিতৃপ্ত করুন। কারণ দীর্ঘদিন যাবত সে তার নফসকে এ খাবার থেকে বিরত রেখে কষ্ট দিয়ে যাচ্ছে।' ইবরাহিম! জেনে রাখুন, আমি ফেরেশতাগণকে বলতে শুনেছি, 'কোনো ব্যক্তিকে বিনা প্রার্থনায় কিছু দেওয়ার পর সে যদি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তবে তার পরিণতি এই হবে যে, পরে সে ওই জিনিস প্রার্থনা করলেও তা তাকে দেওয়া হবে না।' অতএব নিঃসংকোচে আপনি এ খাবার গ্রহণ করুন।

তার একথা শুনে আমি বললাম, যদি আপনার কথা সত্যও হয়ে থাকে, তবুও নিজ হাতে আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

একথা বলে আমি পাশ ফিরতেই আরেকজন যুবককে দেখতে পেলাম। তিনি পূর্বের যুবককে সম্বোধন করে বললেন, 'খিজির! সে নিশ্চয় নিজ হাতে এ খাবার গ্রহণ করবে না। অতএব তুমিই তাকে তোমার হাত দিয়ে খাইয়ে দাও।'

এরপর সেই যুবক তার হাত দিয়ে আমার মুখে একের পর এক লোকমা তুলে দিতে লাগলো। একপর্যায়ে আমি পরিতৃপ্ত হয়ে গেলাম।

এতটুকুই ছিলো আমার স্বপ্ন। অতঃপর আমার তন্দ্রাভাব কেটে গেলে দেখলাম, খাবারের স্বাদ তখনও আমার মুখে লেগে আছে।[৭]

বর্ণনাকারী শাকিক বলেন, পুরো ঘটনা শুনে আমি ইবরাহিম ইবনু আদহামকে বললাম, ইবরাহিম! দয়া করে আমাকে আপনার হাত দেখান। অতঃপর আমি তার হাতে চুম্বন করে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানালাম, 'হে মহান সত্তা, যিনি তাঁর

[৭] এ ঘটনাটিও সুফিদের কল্পকাহিনির অন্তর্ভুক্ত, তাদের মিথ্যা ও বানোয়াটি কিচ্ছা-কাহিনির শামিল।

প্রিয় বান্দাদের মনের বাসনা পূরণ করেন এবং নিজ ভালোবাসা দিয়ে তাঁদের অন্তরকে সিক্ত করেন! আপনার কাছে কি এ অভাগা শাকিকের কোনো মূল্য নেই?' এরপর আমি ইবরাহিম ইবনু আদহামের হাত দুটি আসমানের দিকে উঁচু করে ফরিয়াদ জানালাম, 'হে আমার রব! এ হাত এবং তার মালিকের উসিলা করে হলেও আপনি আপনার এই অভাগা বান্দা শাকিকের উপর আপনার দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষণ করুন, যদিও এ বান্দা আপনার দয়া ও অনুগ্রহের উপযুক্ত নয়।'[৮]

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর ইবরাহিম ইবনু আদহাম সেখান থেকে উঠে গেলেন এবং আমরা একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে মসজিদে হারামে গিয়ে প্রবেশ করলাম।

২৭১. আবদুল্লাহ ইবনু সালেহের ঘটনা

আবদুল আজিজ আহওয়াযি বর্ণনা করেন, সাহল ইবনু আবদুল্লাহ একদিন আমাকে বললেন, মানুষদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করা একজন আল্লাহর ওলির জন্য অপমান ও লাঞ্ছনার বিষয়। নির্জনে একাকী থাকার মাঝেই তার সম্মান নিহিত। এমন আল্লাহর ওলি খুব কমই তোমার নজরে পড়বে, যারা মানুষের দৃষ্টিসীমার বাইরে গিয়ে নির্জনে একাকী অবস্থান করে না। জেনে রাখো, আবদুল্লাহ ইবনু সালেহ মর্যাদাসম্পন্ন ও তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী একজন মানুষ ছিলেন। তিনি সর্বদা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকতে পছন্দ করতেন, আর এজন্য তিনি এক দেশ থেকে আরেক দেশে ঘুরে বেড়াতেন।

এভাবে ঘুরতে ঘুরতে একবার তিনি মক্কায় গিয়ে পৌঁছেন এবং দীর্ঘদিন সেখানে অবস্থান করেন। আমি তখন তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি তো সচরাচর এক স্থানে বেশিদিন অবস্থান করেন না; কিন্তু মক্কায় এসেছেন দীর্ঘদিন হলো, অথচ এখনো প্রস্থান করছেন না যে?

তিনি বললেন, আমি কেনই বা এখানে অবস্থান করবো না, অথচ ইতঃপূর্বে যত দেশে ভ্রমণ করেছি, কোনো দেশেই আল্লাহ তাআলার রহমত ও বরকত এত বেশি নাযিল হতে দেখিনি যতটা এখানে দেখেছি! এখানে ফেরেশতাগণ সকাল-সন্ধ্যা প্রতিনিয়ত রহমত ও বরকতের বার্তা নিয়ে আগমন করে থাকেন। তাই

[৮] ইসলামি শরিয়তে এভাবে কোনো মানুষের উসিলা গ্রহণ করে আল্লাহর কাছে দোয়া করা বৈধ নয়। কাজেই এ কাজ সহিহ ইসলামি আকিদার পরিপন্থি।